CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 January, 2021 ■ আগরতলা, ১০ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৫ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশজুড়ে কৃষক অধিকার দিবস পালনের ডাক কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লি সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকদের হয়ে ১৫ জানুয়ারি দেশজুড়ে কৃষক অধিকার দিবস পালন করবে কংগ্রেস। এই উপলক্ষে প্রতিটি রাজ্যের রাজভবন ঘেরাও অভিযান করবে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি। শনিবার একথা জানিয়েছেন দলের জাতীয় মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, কৃষক আন্দোলন এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দলের শীর্ষ নেতা এবং সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১৫ জানুয়ারি দলের আঞ্চলিক প্রধানকার্যালয়গুলিতে কৃষক অধিকার দিবস হিসেবে পালন করা হবে। ওদিন মিছিল এবং ধরনার পাশাপাশি রাজভবনে গিয়ে দলীয় কার্যকর্তারা নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবি জানাবেন। সময় এসে গিয়েছে দেশের অন্নদাতাদের সতর্কবাণী মোদী সরকারকে শুনতে হবে। কৃষকরা " হয় করব, নয় মরবো " পথে চলেছে। অন্যদিকে মোদী সরকার ষড়যন্ত্র করে কৃষকদের ক্লান্ত করে নুইয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে চলেছে। কৃষি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে হাসপাতালে আগুনে ১০টি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। হাসপাতালের নবজাতক কেয়ার ইউনিটে আগুন লেগে মৃত্যু হল ১০টি শিশুর। শনিবার ভোররাত দু"টো নাগাদ ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলা হাসপাতালে। ওই জেলা হাসপাতালের নবজাতক কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ছিল ১৭ শিশু। আগুন লাগার পর দমকলবাহিনী ৭টি শিশুকে উদ্ধার করতে পারলেও অতিরিক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় বাকি ১০টি শিশু। ওই হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, মৃত শিশুদের বয়স এক থেকে তিন মাসের মধ্যে।

নবজাতক কেয়ার ইউনিটে আগুন লাগার পর এক জন নার্স প্রথম ধোঁয়া দেখতে পান। তিনিই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। তার পর আসে দমকল। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই লেগেছিল আগুন। ভাণ্ডারা জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন প্রমোদ খান্ডাটে বলেছেন, "ভাণ্ডারা জেলা হাসপাতালের নবজাতক কেয়ার ইউনিটে শনিবার ভোররাত ২"টো নাগাদ আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডে ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ৭টি শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।' ভাণ্ডারার জেলা কালেক্টর সন্দীপ কদম জানিয়েছেন, "আগুনে ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৭টি শিশুকে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখবে টেকনিক্যাল টিম।"

আগুনে ১০টি শিশুর মৃত্যুতে ব্যথিত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। জেলা হাসপাতালের নবজাতক কেয়ার ইউনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি জেলা কালেক্টর এবং ভাণ্ডারা জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গেও কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে জানিয়েছেন, ভাণ্ডারা জেলা হাসপাতালে মৃত শিশুদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ভাণ্ডারা জেলা হাসপাতাল অগ্নিকাণ্ড : ১০টি শিশুর মৃত্যুতে ব্যথিত মোদী-শাহ মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলা হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ১০টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইট করে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, "হৃদয়-বিদারক দুঃখজনক ঘটনা মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারায়, আমরা মূল্যবান জীবন হারালাম।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "আমি গভীরভাবে ব্যথিত। মৃত শিশুদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।"

বার্ড ফ্লু নয় ব্যাক্টেরিয়ায় মারা যাচ্ছে হাঁস-মুরগি স্পষ্টিকরণ দিলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লুর কোন খবর নেই বলে জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। শনিবার আগরতলায় সরকারি বাসভবনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী জানান এখনো পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও থেকে মৃত্যুর কোনো সংবাদ নেই। এখনো পর্যন্ত যেসব হাঁস-মুরগি ও পাখির মৃত্যু হয়েছে সেগুলি ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে মারা গেছে বলে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী।

বার্ড ফ্লু সম্পর্কে অযথা আতঙ্কিত না হতে পশু পাখির পালক এবং সাধারণ মানুষজনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী। ভারত সম্পর্কে প্রাণী পালক পশুপালক সহ সকল স্তরের জনগণকে সচেতন করতে দপ্তরের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা আরো বলেন ডিম মাংস ইত্যাদি ভাল করে সিদ্ধ করে খেতে হবে।

ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেলে কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না বলেও তিনি মনে করেন। বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।বার্ড ফ্লু আতঙ্ক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশজুড়ে ১৬ জানুয়ারি থেকে করোনা টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি. স.)।। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে ভারতে করোনা টিকাকরণ কর্মসূচি। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক টুইটে একথা জানান। সেটি শেয়ার করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।মোদী লিখেছেন, করোনার সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে ১৬ জানুয়ারি ভারত একটা সুদূরপ্রসারি ব্যবস্থা নেবে। সেদিন গোটা দেশে টিকাকরণ শুরু হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ফ্রন্টলাইন কর্মীদের টিকা দেওয়া হবে। সাফাইকর্মীরাও বাদ যাবেন না।

সূত্রের খবর, আনুমানিক ৩ কোটি টিকা দেওয়া হবে। তারপর ৫০ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তিরা পাবেন এই টিকা এবং এর সঙ্গে পঞ্চাশের নীচে যাদের কো-মর্বিডিটি (সংখ্যাটা আনুমানিক ২৭ কোটি) রয়েছে তাদের টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় রাখা হবে। দেশ জুড়ে করোনা টিকাকরণের মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এই পরিস্থিতিতে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি দেশের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী শনিবার থেকে ভারতে করোনা টিকাকরণ শুরু হয়ে যাবে।

মোদীর ডাকা বৈঠকে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্য সচিব ও অনান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে ছেলেকে এসিড খাইয়ে নিজেও আত্মঘাতী হলেন ১০৩২৩ শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের কলঙ্কের অধ্যায় আরো এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষিকার আত্মহত্যা। শনিবার ঘটনাটি ঘটে খোয়াইয়ের নক্ষত্র বাড়ি এলাকায়। এইদিন চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা রুমি দেববর্মা রাবার প্রসেসিং এসিড পান করে সাথে চার বছরের ছেলেকেও এসিড পান করায়।

তাতে মা ও ছেলে দুজনেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাথে সাথেই তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই মা রুমি দেববর্মার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে ছেলে।

এদিকে, পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের হাতে লেগেছে একটি সুইসাইড নোট। পাঁচ পাতার সুইসাইড নোটে রুমি তাঁর জীবন যন্ত্রণার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। রোমান ককবরকে লেখা এই পাঁচ পাতার সুইসাইড নোটে রুমি লিখে গিয়েছেন যে তাঁর স্বামী শ্যালিকা তথা মৃতার ছোট বোনের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত।

স্বামী প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় তাকে মারধর করত। স্বামীও ১০৩২৩ এর একজন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক। এদিকে বৈবাহিক জীবনের অশান্তির জেরে আত্মহত্যার ঘটনাকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে একটি মহল। পুলিশ অবশ্য তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করায় ধৃত যুবক পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৯ জানুয়ারি।। অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উনার স্ত্রী নীতি দেবের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে সামাজিক মাধ্যম অর্থাৎ ফেসবুকে পোস্ট করা যুবককে আটক করল পুলিশ। অভিযুক্ত যুবককে ব্যাঙ্গালুরুর থেকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যে নিয়ে আসে উত্তর জেলার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম একলাছ উদ্দিন।বাড়ি কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতে।বর্তমানে সে পুলিশি রিমান্ডে রয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তরের জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গেরপার গ্রাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোটের লক্ষ্যে মরা গাঙে পাল তুলতে তৎপর কংগ্রেসের সেবাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন এবং আগরতলা পুরো পরিষদ এবং পুরো সংস্থাগুলির নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস দল সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে কংগ্রেস সেবাদল সাংগঠনিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

আগরতলা কংগ্রেস ভবনের শনিবার সেবাদলের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কংগ্রেস সেবা দলের সংগঠন নিত্যগোপাল রুদ্রপাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।সবাই বর্তমানে কংগ্রেস এর সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং কংগ্রেস সেবা দলকে আরো সংগঠিত করার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বৈঠক শেষে কংগ্রেস সেবাদলের মুখ্য সংগঠক নিত্যগোপাল জানান আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কংগ্রেস সেবাদল পুরোদমে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করবে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ধর্মনগরে কংগ্রেস সেবাদলের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কর্মী সম্মেলনে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সেবাদলের কর্মীরা অংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পর্যটন শিল্পে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যুক্ত হলে সম্পূর্ণতা আসবে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করতে আজ থেকে রাজ্যে প্রথমবারের মত শুরু হয়েছে আগরতলা অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভল। পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসব শেষ হবে আগামী ১৩ জানুয়ারি।

এই উপলক্ষ্যে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ও লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি দিঘীতে ১১টি বিভিন্ন বিভাগের অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটির আয়োজন করা হয়েছে। আজ সকালে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বেলুন উড়িয়ে এই ফেস্টিভলের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্যে স্পিরিচুয়াল, টি ট্যুরিজম ও ইকো ট্যুরিজম রয়েছে। হেলথ ট্যুরিজম নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে সরকার। রাজ্যের পর্যটন শিল্পে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যুক্ত হলে পর্যটন মানচিত্রে সম্পর্ণতা আসবে।

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে যুক্ত করা হলো। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল উদ্ভাবনী প্রকল্প ও ভাবনা বাস্তবায়িত করছে তাতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে তেমনি সুদৃঢ় হবে রাজ্যের অর্থনীতি। রাজ্য এগিয়ে যাবে আত্মনির্ভরতার অভিমুখে। তিনি আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনজীবীদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পরামর্শ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। দেশে গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা আক্রান্ত। জটিল পরিস্থিতিতে দেশ এবং রাজ্য। দেশকে বাঁচাতে আইনজীবিদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আইনজীবীদের বুঝতে হবে তারা প্রথমে মানুষ। তারপর তারা আইনজীবী। কি পয়সা পেলেন কি পেলেন না, সেটা বড় বিষয় নয়। দেশকে রক্ষা করতে হবে। আইনজীবীদের ভূমিকা নিতে হবে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

শনিবার টাউন হলে সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের ১৫ তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন থেকে এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। দেশ এবং রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার হওয়াতে দিল্লিতে যা ঘটছে

তার প্রতিফলন ঘটছে রাজ্যে। ২০১৪ সাল এবং ২০১৯ সালে বিজেপি যে কথা বলে সরকারে এসেছে বিজেপি এর কোনটাই বাস্তবায়িত করে নি। ফলে সাধারণ মানুষ এই সরকারের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। এদিকে সরকারও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কলারশিপ ঃ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডাকে চিঠি এসসি মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। ২৩ ডিসেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এইটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। মাধ্যমিক পাশের পর দেখা যায় তপসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রিরা বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়।

কিন্তু তার মধ্যে কিছু ছাত্র-ছাত্রীর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে এই সকল ছাত্র-ছাত্রিদের পড়ালেখার যেন কোন ধরনের অসুবিধা না হয় তার জন্য ২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রিয় সরকার তপসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রিদের স্কলারশিপের টাকা ১১০০ কোটি থেকে বৃদ্ধি করে ৬ হাজার কোটি টাকা করেছে। সাধারন কোন স্কিমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থ

প্রদানের রেশিও থাকে ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ। ফলে রাজ্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে তার উপর নির্ভর করে কেন্দ্র সরকার অর্থ প্রদান করবে।

তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্কলারশিপের টাকা ১১০০ কোটি থেকে বৃদ্ধি করে ৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। তাই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিজেপি এসসি মোর্চা সদর আরবান ও সদর গ্রমিন জেলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছে গ্রাম ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। আমাদের রাজ্যে সব ধর্মের-সব সংস্কৃতির সম্মান আছে। সুদুর অতীত থেকেই সংহতি আমাদের রাজ্যের প্রধান শক্তি। আজ সন্ধ্যায় সদর মহকুমার আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সুলতান শাহ দরগা সংহতি মেলার উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তিন দিনব্যাপী এই সংহতি মেলা আজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষ সাধুসন্ত ও মহাপুরুষের দেশ। তাদের চিন্তাধারা অনুসরণ করেই এই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছে গ্রাম। গ্রামে গ্রামে এই ধরণের সংহতি মেলা আয়োজনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে সংহতি আরও সুদৃঢ় হবে। একতৃতা গড়ে উঠবে। ৭১ বছরের পুরানো এই সুলতাহ সাহ দরগা আমাদের সংহতির এক নিদর্শন। এই দরগা পর্যটনের এক অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এধরণের মেলার আয়োজন করলে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণও উপকৃত হন। কোভিড পরিস্থিতিতে তিনি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, বিশ্বাস হল মানুষের মূল শক্তি। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই রাজ্যে জাতি ও জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান এম ভি জসিমউদ্দীন, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসীম সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডুকলি ব্লকের বিডিও বিপুল দাস। সভাপতিত্ব করেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান মলয় লোধ। তিন দিনব্যাপী এই সংহতি মেলা ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। প্রতি সন্ধ্যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পরিবেশিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চুরি করে গরু নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় হত সহচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি।। শনিবার ভোর চারটে নাগাদ আগরতল-সাব্রুম জাতীয় সড়কের উপর বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম মোটর স্ট্যান্ডে বোলারো গাড়ি উল্টে নিহত হয় বুলেরো গাড়ির সহ চালক। চম্পকনগর থেকে জীবন দাসের বাড়ি থেকে থেকে ২টি গাভী চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সোনামুড়া উদ্দেশ্যে চড়িলামে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় বুলেরো গাড়িটি।

ভোররাতে খবর যায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের কাছে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এর কর্মীরা নিহত অবস্থায় একজনকে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতলে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত নাম্বার বিহীন বুলেরো গাড়ি গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। পাঁচটি দোকান ভেঙে তছনছ করে দেয়।

দোকানে মালিকদের অভিমত গাড়িটি অন্য একটি বোলারো গাড়িকে ধাক্কা দিয়েই দোকান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড টিকাকরণ নিয়ে ক্যাবিনেট সচিবের সাথে মুখ্যসচিবদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। কোভিড-১৯ টিকাকরণে রাজ্যগুলি কি কি প্রস্তুতি নিয়েছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবে আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ক্যাবিনেট সচিবের সাথে এই ভার্চয়াল বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার ছাড়াও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবে এই বৈঠকে বলেন, প্রত্যেক রাজ্যকেই টিকাকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে টিকাকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মী, আরক্ষাকর্মী, সিভিল ডিফেন্স, হোমগার্ড, পুর কর্মচারি, সংশোধনাগারের কর্মী এবং প্রাক'তিক বিপর্যয় মোকাবিলার সাথে যুক্ত কর্মীদের টিকাকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব কোভিড-১৯ টিকা বিতরণের গাইডলাইন সম্পর্কে জানান, ভ্যাকসিনেশন ল্যাবরোটরি থেকে টিকা প্রতিটি রাজ্যে বিমানে পাঠানো হবে। রাজ্যগুলি বিমানবন্দর থেকে টিকা সংগ্রহ করে স্টেট ভ্যাকসিন স্টোরে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে রেফ্রিজারেট ভ্যানে টিকা নিয়ে যাওয়া হবে জেলা ভ্যাকসিন স্টোরে। রেফ্রিজারেট ভ্যানের মাধ্যমে জেলা ভ্যাকসিন স্টোর থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হবে। সেখান থেকে টিকা পৌছানো হবে টিকাকরণ কেন্দ্রগুলিতে।

বৈঠকে ক্যাবিনেট সচিব আরও জানান, ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৭৯.৯১ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এই ভার্চয়াল বৈঠকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবগণ কোভিড-১৯ টিকাকরণের প্রস্তুতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিবকে অবহিত করেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরাও কোভিড-১৯ টিকাকরণ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়েছে। বৈঠকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল জানান, রাজ্যে প্রথম পর্যায়ে কোভিড টিকাকরণের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আরক্ষাকর্মী, ৫০ বছরের উর্দ্ধে ব্যক্তি যাদের বিভিন্ন রোগের উপসর্গ আছে তাদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ৪৫ হাজার ৪২০ জনের নাম চিহ্নিত করে পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঁায়েত বা পুর ওয়ার্ডে ১টি করে সেশন সাইট রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে টিকাকরণের জন্য মোট ২,২২৯টি সেশন সাইট চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে টিকাকরণের জন্য রাজ্যে ১৫২টি সেশন সাইট চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৩০টি, খোয়াই জেলার ৯টি, সিপাহীজলা জেলার ১৮টি, গোমতী জেলার ১৭টি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ২৬টি, ধলাই জেলার ২১টি, ঊনকোটি জেলার ১৩টি এবং উত্তর ত্রিপুরার জেলার ১৮টি সেশন সাইট চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি সেশন সাইটে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম থাকবে।

প্রত্যেক জেলাশাসকদের তাদের এলাকার সমস্ত সেশন সাইটগুলিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ব্লকস্তরের সেশন সাইটগুলি তদারকি করবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৯৩ ▫ ৯ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৫ পৌষ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দেশের অখন্ডতা ও নিরাপত্তাই বড় প্রশ্ন

ভারতীয় সেনা দেশের গর্ব। সীমান্ত সুরক্ষায় তাঁহাদের তরফে এতটুকু ত্রুটি নাই। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেনার ভূয়সী প্রশংসাই প্রাপ্য। ভারতও বরাবর চাহিয়াছে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিতে। কিন্তু ভারতকে স্বস্তিতে থাকিতে মূলত দু'টি দেশপাকিস্তান ও চীন। করোনা মহামারীকালেও ভারতকে বারবার অশান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে পাকিস্তান। ভারতভূমিতে জঙ্গি-অনুপ্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জুড়ি মেলা ভার। এই পাকিস্তানেরই দোসর চীনের আগ্রাসন নীতিই এখন ভারতের মাথাব্যথার কারণ। লাদাখ সীমান্তে লাল ফৌজের অতি সক্রিয়তা বা আক্রমণাত্মক আগ্রাসন মোকাবিলায় ভারত কতটা কড়া মনোভাব দেখাইবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদনের ঘোষণার পর 'আত্মনির্ভর ভারতের' জয়গান করিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যত সোচ্চার দেখা গিয়াছে চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলিতে এখনও সেইভাবে দেখা যায়নি। সীমান্তের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আদৌ সন্তোষজনক কি না তাহা দেশবাসী জানিতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে দেশবাসীর নজর ঘোরাইতে প্রধানমন্ত্রী করোনা ভ্যাকসিনকে প্রচারের হাতিয়ার করিয়াছেন বলিয়া ইতিউতি সমালোচনা হইতেছে। বিতর্ক উস্কে দিয়াছেন খোদ বিজেপিরই এমপি সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। যা নরেন্দ্র মোদি সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলিল। ট্যুইটে তিনি লিখিয়াছেন, 'মোদি সরকার কি জানে যে লাদাখে চীন ট্যাঙ্ক মোতায়েন করিয়াছে? সেটা গোপন করিবার জন্য কি ভ্যাকসিন নিয়েআ মাত্রাতিরিক্ত প্রচার শুরু করিয়াছে সরকার?' প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করিয়াই শাসকদলের ঘর থেকেই এ প্রশ্ন ওঠায় সরকার পক্ষ যেমন বেকায়দায় পড়িল, তেমনই বিরোধীদলও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে মোদি বিরোধী প্রচারের একটি অস্ত্র হাতে পাইয়া গেল।

একথা ঠিক, দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতির প্রশ্নে কোনও আপস করা চলে না। সেক্ষেত্রে নরম মনোভাব দেখাইলে শত্রুপক্ষ তাহাকে দুর্বলতা বলিয়াই ভাবে। দেশের মানুষেরও জানা উচিত লাদাখ সীমান্তে সঙ্কটটা কতটা গভীরে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বর্ষশেষের রিভিউ রিপোর্টই বলিয়াছে, শীতে ফের লাদাখে স্থিতাবস্থা বদলের চেষ্টা করিয়াছে চীন। প্রশ্ন হইল, ভারতীয় সেনার উপর এবারও কি লালফৌজ অপ্রথাগত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া হামলা চালাইয়াছে? কারণ গত জুনে গলওয়ান উপত্যকায় লাল সেনা অপ্রত্যাশিত আস্ফালন দেখাইয়া ভারতীয় সেনার উপর পাথর, লোহার রড, বড় পেরেক লাগানো লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া হামলা করিয়াছিল। এমনকী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা না মানিয়া ভারত ভূখণ্ডে ঢুকিয়া ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল বলিয়াও অভিযোগ। সেই সময়েও প্রধানমন্ত্রী মোদি খোলসা করিয়া ভারতবাসীকে কিছু জানাননি। তিনি ধোঁয়াশা রাখিতেই ভালোবাসেন। কিন্তু সীমান্ত সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনওরকম ধোঁয়াশা রাখা অনুচিত। এটা ঠিক, লাদাখ সীমান্তে ভারত নজরদারি বাড়াইয়াছে। ট্যাঙ্ক বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি িনিয়ায় প্রস্তুত আছে ভারতীয় সেনা। কিন্তু যে দেশ কোনওরকম প্রোটোকল, চুক্তি মানিতে চায় না তাহাদের সব শিখানোর কাজটি খুব একটা সহজ নয়। করোনার শুরুতে বিশ্বের নানা দেশের সমালোচনায় বিদ্ধ হইয়া

চীন একটু কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা সামলাইয়া উঠিয়া এখন ফের স্বমহিমায়! চীনের সমরসজ্জা থেকে স্পষ্ট তাহাদের আগ্রাসন নীতিকে সফল করিতে এই শীতের মরশুমটিকেই বাছিয়া নিয়াছে তাহারা। সে কারণে ভারতকেও এর মোকাবিলায় প্রবল ঠান্ডাতেও লাদাখে অতন্দ্র প্রহরায় সেনা মোতায়েন রাখিতে হইয়াছে। বোঝাই যাইতেছে, দ্বিপাক্ষিক নানা বৈঠক, আন্তর্জাতিক মহলের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও লাদাখে দখলদারি চালাইতে লালসেনা সক্রিয়। সঙ্গত কারণেই ভারতও নিজের অধিকারটি বুঝিয়া দিতে প্রস্তুত। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশও উত্তপ্ত। চীনের ট্যাঙ্ক মোতায়েনের পাল্টা জবাব দিতে রণসরঞ্জাম পাঠানোর প্রস্তুতি নিতেছে ভারত। সীমান্তে এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। প্রকৃত পরিস্থিতিটি সামনে আনেনি মোদি সরকার। তাই বিষয়টিকে গোপন করার অভিযোগ উঠিয়াছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। ভ্যাকসিন নিয়া মাত্রাতিরিক্ত প্রচার এসবকে আড়াল করার কৌশল কি না তা নিয়ে এবার শুধু বিরোধীদের তরফেই নয়, অভিযোগ উঠিল বিজেপির অন্দর থেকেই। ঘরের মধ্যে থেকে ওঠা এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী? এখন দেখার, ভ্যাকসিন-রাজনীতি, চীনা আগ্রাসনসহ নানা প্রশ্নে ঘরে-বাইরের চাপ কীভাবে সামাল দেয় সরকার।

টোপর মাথায় দিতে বিয়ে করতে এসেছিলাম, বাঙালির সংস্কৃতি আমি ভালই জানি : নাড্ডা

বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : টোপর মাথায় দিতে বিয়ে করতে এসেছিলাম বাঙালির সংস্কৃতি আমি ভালই জানি। শনিবার বর্ধমানে সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন রাজ্য সফররত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এবার কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি। যার জন্য লাগাতার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। শনিবার একগুচ্ছ ক্রমসূচি নিরে রাজ্যে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন বর্ধমানে রোড শো শেষে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। এরপরই বর্ধমানে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন পশ্চিমবঙ্গের যা পরিস্থিতি দেখছি তাতে এবার এই রাজ্যে আমরা ২০০টির বেশি আসন পাবই।

আগের সফরে ডায়মন্ড হারবারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'গতবার যখন আমি এসেছিলাম তখন ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার সময় আমাকে যে অর্ভ্যথনা জানানো হয়েছিল তা গোটা দেশ দেখেছে। প্রশাসন ও একটি রাজনৈতিক দল পরিকল্পনা করে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিল। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ আবার আমি এখানে এসেছি। এবার আমি বলব পরিস্থিতি ভালই আছে।'

কর্মসংস্থান সহ একাধিক দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল এবিভিপি

কোচবিহার, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : কর্মসংস্থান, নারী সুরক্ষা বৃদ্ধি, সন্ত্রাস বন্ধ করা সহ একাধিক দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল এবিভিপি। শনিবার সংগঠনের তরফে কোচবিহার শহরে একটি মিছিল বের করেন সদস্যরা। রাসমেলা মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে।

এবিভিপির অভিযোগ, রাজ্যে বেকারত্বের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। দ্রুত কর্মসংস্থানের দাবি করা হয়েছে সংগঠনের তরফে। মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়ানো, শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতি করে রোজগার ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের দাবি করেছে তারা।

করোনাবেলায় উৎসব ও সচেতন নাগরিক

নিত্যানন্দ ঘোষ

করোনাবেলায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব ২০২০-র দুর্গোৎসব আমজনতার সংখ্যাগুরু অংশ সচেতনতার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। আগামী উৎসবের দিনগুলিতেও তাঁদের সেই সচেতনতা দেখাতে হবে। দুর্গার পরে লক্ষ্মীপূজাও সম্পন্ন । বাকি আছে কালীপূজা, রাস উৎসব, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক ও ছট ও বড়দিন। নাগরিকদের স্থৈর্য ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতেই হবে এই সমস্ত উৎসবেও। এই সমস্ত উৎসবে কলকাতা ছাড়াও এককে জেলাতে ভিড়ের তারতম্য আছে। কলকাতা সহ উত্তর ২৪ পরগনাতে বিশেষ করে বারাসত ও নৈহাটিতে যেমন কালীবন্দনার হিড়িক পড়ে যায়। জগদ্ধাত্রীপুজো বেশি হয় হুগলির চন্দনগরও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। কার্তিকপুজো আবার জমজমাট হুগলির বাঁশবেড়িয়া ও চন্দননগরে। রাস উৎসবের আধিক্য উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও দক্ষিণবঙ্গের নবদ্বীপ শান্তিপুর। বড়দিন পালনে কলকাতার সঙ্গে হুগলির ব্যান্ডেল, নদিয়ার কৃষ্ণনগরও অন্যান্য কিছু অঞ্চলে ভিড় হয়ে থাকে। এই উৎসবগুলিতে সরকারি তরফে এবং সাধারণ নাগরিকদের তরফে আগামী দিনগুলিতে নজরদারির উপর ও বিধিবদ্ধ নিয়ম পালনের উপর করোনা সংক্রমণেণ হার নির্ভর করবে। অবশ্য করা যায়, সচেতন নাগরিক আগামীদিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন।

সবচেয়ে বৃহৎ দুর্গোৎসবে নাগরিকদের ৮০ শতাংশ মানুষ যে সচেতনতা দেখিয়েছেন, তার সুফল তাঁরা পাবেনই। একইভাবে উৎসবের আগামী দিনগুলিতেও তাঁরা সেই সচেতনতা দেখাবেন আশা করাই যায়। রাজ্য সরকারের তরফে ও কোনওরকম শৈথিল্য যাতে প্রকাশ না পায় তাও দেখতে হবে। চলতি বছরের সব ধরনের উৎসবে সরকার যাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রেখে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে, সেই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এবং গ্লোবাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড সরকারকে সতর্ক করেছে। জানা যাচ্ছে সরকার আগামী কয়েক মাসে রাজ্যে যে সমস্ত উৎসব আছে, তা নিয়ে সমীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট দ্রুত জেলা প্রশাসনগুলিতে শেষ করতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার, প্রশাসন, মন্ত্রী, আমলা, আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা যে যার নিজের কাজ করবে। কিন্তু সবচেয়ে প্রধান বিষয় হল নাগরিকদের ভালো মন্দ তাঁদের নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে। এমনিতে সারা দেশে যখন রোগ সংক্রমণ (কোভিড-১৯) হ্রাস পাচ্ছে পশ্চিমবাংলায় দুর্গাপুজোর আগে থেকেই তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও বিষয়টি এখনও হাতের বাইরে চলে যায়নি। দুর্গাপুজোতে যেটুকু সংক্রমণ ঘটেছে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও চার হাজারের আশেপাশেই থেকেছে, সারা দেশে যখন তা ৫০ হাজারের নীচে নেমেছে। অক্টোবরের শুরুতেও ভারতবর্ষে সংক্রমণ ৯০ হাজারের উপর ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতবর্ষে কোভিড -১৯ সংক্রমণ শীর্ষস্থান (পিক) ছুঁয়েছে এবং রেখচিত্র এখন নিম্নগামী। এটি মনে রেখেই আগামী উৎসবের দিনগুলিতে সচেতন নাগরিকদের উপরই নির্ভর করবে কোভিড -১৯ সংক্রমণের রেখচিত্র নিম্নগামী থাকবে, না পুনরায় নতুন করে উর্ধ্বগামী হয়ে নতুন শীর্ষবিন্দু ছোঁবে।

করোনাকালে সবচেয়ে বৃহৎ সমস্যা হল মানুষের রুটি রুজির সমস্যা। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা উৎসবে মজে থাকতেই পছন্দ করেন। যাঁদের রেঁস্তো আছে তাঁদের কাছে উৎসবে মজে থাকাটা সমস্যার নয়। কিন্তু যাঁদের নেই, তাঁরা কী করবেন? কে জোগন দেবে তাঁদের খাদ্যের? এই রাজ্যের নগর কলকাতায় ও শহরতলিতে সচেতন উদ্যোগ কিছু দেখা গিয়েছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির তরফে বেশ কিছু জায়গায় শ্রমজীবী ক্যান্টিন তৈরি হয়েছে। সেখানে মাত্র ২০ টাকায় মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। লকডাউনের সময় কিছু এলাকায় বিনামূল্যে শাকসবজি বিতরণও করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার রামগড়ে সেরকমই ডিওয়াইএফআই-এর এক উদ্যোগে শামিল হয়ে দীপাঞ্জন, সুমন, ডোডো, মিহির(ফচা), তীর্থঙ্কর, অঙ্কুর, অর্ণব, কালু সহ আরও বেশকিছু যৌবনোত্তীর্ণরা জনসাধারণের হাতে বিনি পয়সায় সবজি তুলে দিয়েছিলেন। তাঁদেরই এখজন করোনা শহিদ হয়ে গেলেন। দীপাঞ্জন স্থিরযুবকটির নাম। এঁরাই লকডাউনের সময় রিক্সাওয়ালা থেকে অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের নিয়মিত বিনি পয়সায় মধ্যাহ্নভোজের প্যাকেট তুলে দিয়েছেন। দীপাঞ্জনও সেই উদ্যোগে প্রতিদিন শামিল ছিলেন। দীপাঞ্জনের প্রয়াণের পর এলাকার ওই ছেলেরাই তাঁর নামে শ্রমজীবী বাজার তৈরি করে প্রতিদিন বাজার তৈরি করে প্রতিদিন বাজার মূল্যের ৪০ শতাংশ কম দামে সবজি বিক্রি করে। ভোররাতে বেরিয়ে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সবজি কিনে এনে বিকেল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এঁরা সাধারণ মানুষের হাতে সবজি তুলে দেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বা রুইপুর সংলগ্ন অঞ্চলের কৃষকদের থেকে এঁরা সবজি আনেন। লুনা বেকারির মোড়ে এই ক্ষুদ্র সবজি বাজারটির নান 'দীপাঞ্জন মিত্রি সবজি বাজার' এরকম উদ্যোগ কলকাতা নগরী ও শহরতলিতে আরও আছে, তা বামপন্থী দলগুলির যুব ও ছাত্রফ্রন্টের উদ্যোগেই হোক বা এনজিও উদ্যোগেই হোক। কলেজ স্ট্রিটে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী লকডাউনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কমিউনিটি কিচেন চালিয়ে আসছেন। পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণিকে তাঁরা বিনি পয়সায় খাবার দিচ্ছেন। করোনায় সদ্যপ্রয়াত আমাদের বন্ধু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বিনা পারিশ্রমিকে সন্তোষপুরে বস্তির বাচ্চাদের পাঠদান করতেন। এইসব উদ্যোগ নিশ্চিতবাবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানবিকতার মুখকে তলে ধরে। এই করোনাকালে এরকম বহু উদ্যোগ দেখা গিয়েছে। কিন্তু রুটি রুজিই যদি বন্ধ থাকে মানুষের দিনযাপন চলবে কীভাবে? দেশের অর্থনৈতিক সংকট নতুন করে বলে দিতে হবে না। যাঁর যাঁরা এলাকা সেখানে চোখ কান খোলা রাখলেই সবকিছু দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিকুহরে পৌঁছবে। শারদ উৎশব এবছর হেমন্তের উৎসবে পরিণত। উৎসবে আবেগ থাকবে তা আর নতুন কথা কী। কিন্তু আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে করোনাবেলায় পথেঘাটে জনতার ঢল নামলে সংক্রমণটি কি এড়ানো যাবে? কেরল জনতার আবেগকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ওনাম উৎসবে চাড়পত্র দিয়ে ওই রাজ্যে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই করোনা সংক্রমণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লেও কেরলে তা নিয়ন্ত্রণেই থাকেনি, সবচেয়ে কম সংক্রমণও হয়েছিল। সেই সময় কেরল ছিল সারা ভারতের মডেল। কলকাতায় আদালতের রায়ের পর পুজো কমিটির কর্তাব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছিল তারা করোনা যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেয়ে মানুষের আবেগকেই প্রাধান্য দিতে বেশি আগ্রহী। জনতার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে শাসক দলের নেতা মন্ত্রী কিংবা প্রধান বিরোধী দলের তরফে জনতাকে পুজোতে মণ্ডপে মণ্ডপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মূর্তির রূপ দর্শনে। অথচ এই একই নেতা মন্ত্রী (যাঁরা দুর্গাপুজোর পুজো কমিটির পরিচালক) ইদ ও মহরমে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বলেছিলেন, তাঁরা যেন উৎসব এবার নিজের নিজের বাড়িতে পালন করেন। তাঁরা যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়ে উৎসবে কোনও বাড়াবাড়ি করেননি। এটি নিশ্চিতভাবেই প্রশংসার দাবি রাখে। যেমন প্রশংসার দাবি রাখে সেই সমস্ত জনতার আচরণের, যাঁরা আবেগ নিজেদের ও অন্যান্যদের সর্বনাশ ডেকে আনেননি বলে। একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবারে সপ্তমীর দিন অসুস্থ ফ্রন্টিয়ার সম্পাদক তিমির সবুকে দেখতে বর্তমান বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপড়ে গিয়ে সেই বাড়িতেই মধ্যাহ্নভোজ সেরে বিকেলে দিঘা কলকাতাগামী বাসে ফিরছিলাম। সকালে চণ্ডীপুরে যাওয়া এবং বিকেলে ফেরার পথে কোথাও পুজোতে মানুষের ঢলে তো চোখেই পড়েনি, এমনকি কলকাতাতেও মণ্ডপগুলিতে কতিপয় পুজো কমিটির কর্তাব্যক্তি ছাড়া আমজনতার দেখা মেলেনি, হাজার হরিশ মুখার্জি, কালীঘাট, লেকগার্ডেন, যাদবপুর, গড়িয়াহাটি কোথাও না। মানুষ যে তাঁদের আবেগকে নিজের এবং অন্যের জীবন রক্ষায় বিসর্জন দিলেন তাকে অস্বীকার করি কীভাবে? কলকাতার নাগরিকদেরই তো এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ তো তাই শিখিয়েছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজনীতি বাঙালীকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে-----

মন্ত্র আনন্দ

কোন জাতি বিদ্বেষ নয়, কোন প্রাদেশিকতা নয়, বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। আজ ভারতে বাঙালীর অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাঙালীর নিজ ভূমিতে মাথা উঁচু করে চলার জন্য সব রাজনৈতিকও সাম্প্রদায়িক পরিচয় দূরে সরিয়ে রেখে বাঙালীকে সবার আগে বাঙালী হতে হবে, নতুবা দ্রুত বিনাশের পথে এগিয়ে যাবে।

এই বিপন্নতার শুরু ১৯৩৯ সাল থেকে, তাই সেদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙালী কবি হয়ে কলম ধরতে হয়েছিল। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হলেও পশ্চিম ভারতের একটি বৃহৎ অংশের নেতাদের কাছে গণতন্ত্র একটা মুখোশ মাত্র। জনগণের রায় বিরুদ্ধে গেলেই তাদের স্বরূপটা বেরিয়ে আসে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকার জন্য ওই পশ্চিম ভারতীয় নেতারা যে কোন পথ ধরতে পারে। আজ ভারতে যে বিকৃত বিকারগ্রস্ত অশালীন অসভ্য রাজনীতি দেখছি এর শুরু ১৯৩৯ সালে পশ্চিম ভারতীয় কিছু নেতার হাত ধরে। গান্ধী চেয়েছিলেন পট্টভি সীতা রামাইয়াকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করতে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে নীতিগত প্রশ্নে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র বিরোধ বাধায় সুভাষচন্দ্র কে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি করতে গান্ধী গোষ্ঠী রাজি হয়নি। কিন্তু গান্ধী মনোনীত প্রার্থীকে কংগ্রেসের বৃহৎ অংশের নেতারা মেনে নিতে পারলেন না। তখনই কংগ্রেসের ঝুলি থেকে ফোঁস করে উঠলো ফ্যাসিস্ট-এর সাপ। গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসলো ক্ষমতার দম্ভ ও শক্তি লোভের রাজনীতির বিকৃত রূপ। শুরু হলো সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ছাড়া করার ঘৃণ্য চক্রান্ত। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আওয়াজ উঠল হিন্দুস্থানকা হিটলার মহাত্মা গান্ধী কি জয়। দেশভক্ত নয় গান্ধী ভক্ত নেতা সেট গোবিন্দদাস বললেন--- 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনি, নাৎসিদের মধ্যে হিটলার এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান কংগ্রেস সেবীদের (দেশ সেবী নয়) মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সেই স্থান। ক্ষুব্ধ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ লিখলেন--- "অবশেষে আজ, এমনকি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য যে বেদি উৎসৃষ্ট, সেই বেদিতেই আজ প্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে"। না, সেদিন কবির বাণী কানে যায়নি ক্ষমতার মদে মত্ত নেতাদের। সুভাষ বিরোধিতার ঘৃণ্য রাজনীতি থেকে তারা এক চুলও সরলেন না। ব্যথিত কবি আবার লিখলেন--- "কংগ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো অস্বাস্থের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যারা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময়ে তাদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচার-বুদ্ধি সোজা পথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে সংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হতো তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তি ও স্পর্ধার প্রভাব।" পশ্চিমী এক গুজরাটি নেতার হাত ধেরে সেদিন ভারতবর্ষে যে শক্তি ও স্পর্ধার, বিকৃত ব্যভিচারী রাজনীতি শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও সেই রাজনীতির অবসান হয়নি বরং আজ তা আজ আরও কদর্য রূপ ধারণ করেছে।

যাই হোক, সেদিন সুভাষ বিরোধিতা ক্রমশ বাঙালী বিদ্বেষে নিল। সুভাষচন্দ্র গান্ধী প্যাটেলদের ব্যভিচার ও ব্যবহার বিকৃতির রাজনীতি দেখে ঘৃণা পদত্যাগ করলেন। বাঙালী পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন "বাঙালী কবি আমি বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি।" সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে কবি তুলে ধরেছেন বাঙালী নির্যাতনের ছবি। তবে তিনি আশার বাণীও শুনিয়েছেন ওই পত্রে— " অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে বাঙালী মরবে না, প্রচণ্ড মার খেয়েও বাঙালী মারের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে"।

হ্যাঁ বাঙালী আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, তবে তার আগে বাঙালীকে এই বিকৃত কদর্য রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। সব রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে দূরে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটি মাত্র পরিচয়ে "আমরা বাঙালী"। আজকের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত কোন নেতা যার ক্ষমতার মোহে এ ডাল ও ডাল লাফিয়ে বেড়ায় তারা বাঙালীর কাছে আদর্শ হতে পারে না। স্বাধীনতার আগে পরে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একমাত্র আদর্শ নেতা দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র। এদের ভুলে, এদের আদর্শ ভুলে বাঙালী উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় কিছু ধান্দা বাজ ভ্রষ্টাচারী কপটাচারী নেতার পেছনে ছুটে বাঙালীকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

এক দার্শনিককে তার এক ছাত্র বলেছিলেন— "আমাদের দুর্ভোগ্য দেশে কোনো নেতা নেই" " জবাবে ওই দার্শনিক বলেছিলেন— "সেই দেশের দুর্ভাগ্য যে দেশ নেতার অপেক্ষায় বসে থাকে।" তাই বাঙালী আজ কোন নেতার অপেক্ষায় বসে না থেকে শুধুমাত্র বাঙালী পরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন নতুবা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

করোনার পাশাপাশি আফ্রিকাকে সমানভাবে লড়তে হচ্ছে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে

বাপ্পাদিত্য মিত্র মুস্তাফি

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস। চিনের উহান প্রদেশে প্রথম দেখা গেল এক অদ্ভুত রোগের প্রাদুর্ভাব। কিছুদিন কাটতে না কাটতেই সেই রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকল। আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল মৃত্যুর সংখ্যাও। তখন থেকেই গোটা বিশ্ব জেনে গেল করোনা বা কোভিড-১৯ অসুখের কথা। চিনের উহান প্রদেশে যে করোনা শুরু হয়েছিল তার প্রভাব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বজুড়ে। আমেরিকা, জার্মানি, ইত্যালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ভারতের পাশাপাশি করোনার দাপট ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকল বিশ্বের প্রতিটি দেশেই। যথারীতি এর প্রকোপ থেকে মুক্তি পেন না আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিও। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে গোটা বিশ্বের তাবড় ভাইরোলজিস্ট থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা 'হু' এর বিজ্ঞানীরা বলেই দিয়েছিলেন আফ্রিকাতে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলে করোনার প্রকোপে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত দেশে যত সংখ্যক মৃত্যুর আশঙ্কা করা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের দাপটে। আফ্রিকার নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো প্রভৃতি দেশে এর প্রকোপ কিছুটা বেশি হলেও অন্যান্য দেশগুলিতে তার প্রকোপ মোটের ওপর মাত্রা ছাড়ায়নি। নিঃসন্দেহে তা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে আফ্রিকা তথা গোটা বিশ্ববাসীকে।

কিন্তু প্রতিবারের মতো আফ্রিকা এবারেও বেশি চিন্তিত ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ নিয়ে। সম্প্রতি 'হু' -এর বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে তাঁদের প্রবল আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। তার কারণ হল অ্যানোফিলিস স্টেফেনসি নামে দেশে এই মশার দাপটে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই করোনার পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত আফ্রিকার দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান তথা বিজ্ঞানীরা। এই অ্যানোফিলিস মশার প্রজাতি ইথিওপিয়া ও সুদানে মারাত্মক আকার নিয়েছে। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসছে 'হু'। পরিসংখ্যান বলছে আফ্রিকার একটি অংশ প্রতিবছরই ম্যালেরিয়া প্রবণ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণে সেখানে বহু মানুষেণ মৃত্যু হয়। পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে মৃতদের মধ্যে ৫ বছর বা তার নীচের বয়সী বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে। শুধু আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি বলে নয়, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশগুলিতেও এই প্রজাতির মশার দাপট দিন দিন বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা দেখেছেন, পরিষ্কার জল হোক বা নোংরা জল,তাতেও অনায়াসে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এই প্রজাতির মশা। এই প্রজাতির মশাকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। একটা সময় দেখা দিয়েছিল যে আফ্রিকার দেশগুলির মূলত গ্রামীণ অঞ্চল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু বহুদিন ধরে পরিকল্পনাহীনভাবে যেভাবে নগরায়ণ হচ্ছে সেখানে তাতে শহর অঞ্চলেও এই প্রজাতির মশার দাপটে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, গোটা বিশ্বে প্রতিবছর ত্রিশ লক্ষ পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু হয় ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে। যাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স পাঁচ বছর বা তার নীচে। ভারতে প্রতিবছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় প্রায় দেড় কোটি মানুষ। আর তাতে মৃত্যু হয় প্রতি বছরে প্রায় কুড়ি হাজার করে। হু-এর বিজ্ঞানীরা তাই বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলিকে। কারণ তাঁদের মতে, করোনা পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা হলেও ভালো রয়েছে সেখানকার দেশগুলিতে। কিন্তু এখনও বহু মানুষ গরমের সময় মশারি না টাঙিয়ে বাইরে ঘুমোন। তাই সেখানে মশার কামড়ে একটা বড় অংশকে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়তে হচ্ছে বলে 'হু' মনে করছে। গত কয়েকমাস ধরেই বিশ্বজুড়ে চেষ্টা চলছে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার। ইতিমধ্যে রাশিয়া একটি ভ্যাকসিন তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু তার কার্যকারিতা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠায় তা এখনও কোনো দেশ ব্যবহার করেনি। তবে ভাইরারোলজিস্ট বা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, করোনার দাপটে মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি খুবই কম। মানুষের শরীরে কোমরবিডিটি না থাকলে তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা একেবারেই কমে যায় বলে মনে করছেন তাঁরা। কিন্তু ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার রাস্তা বেশ কঠিন বলেই মত সকলের। এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি আফ্রিকা সহ বহু দেশকে লড়তে হচ্ছে অত্যন্ত পরিচিত ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যা আরো বেশ প্রাণঘাতী কোভিডের চেয়ে। তাই অ্যানোফিলিস স্টেফেনসি মোকাবিলায় তৎপর হচ্ছে আফ্রিকা।(সৌজন্যে - দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলা সদর সদর কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেসের সেবা দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ট্রায়ালে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যুর কারন ভ্যাকসিন নয় : ভারত বায়োটেক প্রকৃত কারণ জানতে ভিসেরা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি-ভোপাল, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : কোভ্যাক্সিন টিকার ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করার নয় দিন পরে মারা গেলেন মধ্য প্রদেশের ভোপালের এক বছর বিয়াল্লিশের স্বেচ্ছাসেবক। শনিবার এই খবর প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি পিপলস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের উপাচার্য রাজেশ কাপুর। সরকারি আধিকারিকদের সন্দেহ, বিষক্রিয়ায় ওই স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মৃত স্বেচ্ছাসেবকের ভিসেরা পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মধ্য প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রভু রাম চৌধুরী। এদিকে, তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যুর কারণ ভ্যাকসিন নয়, বলেই দাবি করেছে ভারত বায়োটেক।

জানা গেছে, গত ১২ ডিসেম্বর পিপলস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অনুষ্ঠিত কোভ্যাক্সিন ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করেছিলেন দীপক মাউয়ি নামে ওই স্বেচ্ছাসেবক। ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করার আগে মাউয়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। টিকা দেওয়ার পরে তাঁকে ৩০ মিনিট পর্যবেক্ষণে রাখার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পর ৭ দিন তাঁর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর নবম দিনে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

ভারত বায়োটেক শনিবার একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে যে, টিকার তৃতীয় পর্যায়ে অংশ নেওয়া ৪২ বছর বয়সী স্বেচ্ছাসেবক ভ্যাকসিন প্রয়োগের ৯ দিন পরে মারা গেছেন, এবং স্বেচ্ছাসেবককে এর পার্শ প্রতিক্রিয়ার জন্য ৭দিন তদারকি করা হয়েছিল। এই সময়ে এরকম কোনও বিরূপ প্রভাব দেখা যায়নি। তাই ভিক্সিনের সাথে নিহতের মৃত্যুর কোনও যোগসূত্র নেই।

ঘটনাটি ভ্যাক্সিন সম্পর্কিত বলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, 'ভ্যাক্সিনের সঙ্গে জড়িত বলে প্রতিষেধক সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা যাতে তৈরি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। ভিসেরা পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া যাবে তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া থাকলে তা ২৪ ঘন্টা বা ২-৩ দিনেই বোঝা যেত, কয়েক দিন পরে নয়।'

তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালে থাকা ওই স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু নিয়ে মধ্য প্রদেশ মেডিকো লিগাল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা অশোক শর্মার মতে, ময়না তদন্তে মৃত্যুর কারণ হিসেবে বিষক্রিয়াই সন্দেহ করছেন চিকিৎসকরা। গত ২১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর পরে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল ও টিকা উৎপাদক সংস্থা ভারত বায়োটেক-কে খবর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, মাউয়ির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। ট্রায়ালে তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীকে টিকা দেওয়া হয় বলে পরিবারের দাবি। পরিবারের অভিযোগ, টিকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পরে মাউয়ির শরীরে অস্বস্তি দেখা দেয়। ১৭ ডিসেম্বর তিনি কাঁধে ব্যথা অনুভব করেন। দুই দিন পরে তাঁর মুখ থেকে গাঁজলা বের হতে শুরু করে। তবে তিনি কোনও চিকিৎসক দেখাতে রাজি হননি। ২১ ডিসেম্বর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান এই শ্রমিক।

নাড্ডা হরিদাস পাল জোকার : সৌগত রায়

ব্যারাকপুর, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-কে কখনও 'হরিদাস পাল', কখনও 'জোকার', কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'পেটমোটা' জনসভায় বিজেপি-র শীর্ষনেতাদের উদ্দেশে এরকম বিশেষন প্রয়োগ করলেন তৃণমূলের বরিষ্ঠ সাংসদ সৌগত রায়।

সৌগতবাবু শনিবার ব্যারাকপুরের সভায় বলেন, "নাড্ডা কে হরিদাস পাল, কে নাম জানে ওর? বলছে চালচোর, ত্রিপল চোর, প্রমাণ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে? ভাইপো, চোর এ সব বলবে, নাম বলবে না। অভিষেকের নাম করার সাহস নেই।' জেপি নাড্ডার প্রতি তোপ দাগতে গিয়ে সৌগত রায় বলেন, 'শুনেছি জে পি নাড্ডা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। নাড্ডা সাহেব নাকি কৃষক পরিবার থেকে চাল সংগ্রহ করেছেন। আমি নাড্ডাকে জিজ্ঞেস করছি কাটোয়ায় কেন, দিল্লির সীমান্তে যাচ্ছেন না কেন?' অমিত শাহের বিরুদ্ধে বিষোহগার করতে পেটমোটা শব্দটি ব্যবহার করেন বর্ষীয়াণ তৃণমূল নেতা।

শস্যাভান্ডার বর্ধমানের সভা থেকে যখন তৃণমূলকে বিঁধছেন জেপি নাড্ডা। থেমে রইল না তৃণমূলও। ব্যারাকপুরের সভা থেকে চোখাচোখা বিশ্লেষণে বিজেপিকে বিঁধলেন সৌগত রায়। জেপি নাড্ডাকে জোকার বলে কটাক্ষ করলেন সৌগত রায়। তিনি মোদী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'করোনা বেড়েছে সময়মতো লকডাউন না হওয়ার ফলে। নরেন্দ্র মোদীর জন্য হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে।'

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তিনি তুলে আনেন বহিরাগত তত্ত্ব। বলেন, 'এই লড়াই বাংলা বনাম বাংলার বাইরের লোকের লড়াই।' নাড্ডা রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান নিয়ে ভুল তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন। এদিন একের পর এক ভুলের কথা তুলে ধরছিলেন সৌগত রায়। ভুল তারাই যাদের দল "চিনতে" ভুল করেছে। তিনি বলেন,' ৩৫ লক্ষ টাকা তুলেছে শীলভদ্র দত্ত। ওঁর চোখের চামড়া নেই। ২০১৬ সালে শীলভদ্রকে টিকিট দেওয়া ভুল হয়েছে। একই রকম ভুল হয়েছে নোয়াপাড়ায় সুনীল সিংহকে টিকিট দেওয়া ভুল হয়েছিল। এই ব্যক্তিই বিকাশ ঘোষের হত্যার সঙ্গে জড়িত। ৩০টি খুনের মামলা রয়েছে অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে। '

আইন মেনে নির্বাচন হচ্ছে কিনা, দেখা রাজ্যপালের কাজ : জগদীপ ধনকর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : "বিধি মেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো কিনা দেখা রাজ্যপালের কাজ।" শনিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সেখানে তিনি এই মন্তব্য করে বলেন, "বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে আমার কোনও রাজনৈতিক অবস্থান নেই। আমি রাজনীতির অংশীদার নই।"

বস্তুত রাজ্যপাল হিসাবে ধনকর প্রত্যক্ষ রাজনীতি করছেন বলে তৃণমূল-সহ রাজ্যের বিজেপি-বিরোধী বিভিন্ন দল মাঝে মাঝেই প্রকাশ্যে তোপ দেগেছে। তার প্রেক্ষিতে ধনকর এদিন এই মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের কেউ মন্তব্য করেননি। তবে, ধনকর বৈঠকের একটি ছবি যুক্ত করে লিখেছেন এক ঘন্টার ওপর আমাদের কথা হয়েছে। রাজ্যের নানা বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছি। রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের তীব্র বিরোধীতা যতবার করেছেন, ততবারই তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে বিজেপি-র হয়ে কথা বলার অভিযোগও আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও যাবতীয় বিবাদের মাঝেই কয়েকদিন আগে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে দায়িত্ব ছয়ের পাতায়

ভারতকে প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্ব করে প্রবাসীরা : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি. স.): আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্ব করে প্রবাসী ভারতীয়রা। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। প্রয়োজনে পড়লে এরাই ভারতের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এমনকি আন্তর্জাতিক বিষয় এরাই ভারতের চিন্তাকে প্রকৃত অর্থে সমর্থন করে। বিনিয়োগ এবং সংযোগের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে চলেছে প্রবাসীরা বলে জানিয়েছেন তিনি। যোড়শ ভারতীয় প্রবাসী দিবসে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, ১৯১৫ সালের এই দিনে সবথেকে মহান প্রবাসী ভারতীয় মহাত্মা গান্ধী ভারতে ফিরে এসেছিলেন। সামাজিক সংস্কার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাপক পর্যায় পথ দেখিয়ে চলেছিলেন। পরবর্তী তিন দশকে তিনি দেশের মূল ভিত্তিকে পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। এর আগে দুই দশক বিদেশে যাপনকালে ভারতের উন্নয়নের মূল নীতিগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের লক্ষ্যে প্রবাসী ভারতীয় দিবস গান্ধীজীর সেই আদর্শগুলোকে স্মরণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। গান্ধীজীর ভারতীয়ত্ব বোধ, অহিংসা, নৈতিকতা, সরলতা এবং সতত উন্নয়নের গুরুত্ব দেওয়া আমাদের পথ দেখিয়ে চলবে।

প্রবাসী ভারতীয় দিবসের সঙ্গে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্যই প্রবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর জন্য দেশ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রতি ঋণী। ২০০৩ সালে প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদযাপন করা শুরু হয়েছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। মাতৃভূমির সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি।

শিলচরের দাসকলোনিতে ট্রিপারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু বাইক আরোহীব

শিলচর (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের শিলচর শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বছর পঞ্চাশের এক তরতাজা ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম প্রাণতোষ মিত্র। শনিবার বেলা প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ তিনি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। প্রয়াত প্রাণতোষ মিত্রের বয়স্ক মা, স্ত্রী ঝুমা, দুই মেয়ে, এক ছেলে সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। মিজোরামে গাড়ির সামগ্রী তথা যন্ত্রাংশ সরবরাহের ব্যবসা করতেন প্রয়াত প্রাণতোষ মিত্র। তাঁর অকালমৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, শিলচর শহরের দাসকলোনির ঈষাণী ওয়াজিদ আলি লেনের বাসিন্দা প্রাণতোষ মিত্র নিজের পালসার বাইকে চড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হন। দাসকলোনির মুখে আসার পর মেইনরোড থেকে একটি দুরন্ত ট্রিপার ওই রাস্তায় প্রবেশের পথেই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এমনিতে ইদানীংকালে শহরের প্রতিটি রাস্তা এবং অলিগলিতে বালু ও পাথরের মজুত স্তূপের ফলে পথচারীদের বিপথগামী করে তুলছে। শুকনোর মরশুমে সরকারি বেসরকারি নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বালু পাথরের ঠেক যত্রতত্র মজুত থাকার ফলস্বরূপ গাড়ি চলাচল তথা পথচারীদের বিপদগ্রস্ত হতে হচ্ছে। ঠিক একইভাবে দাসকলোনিতে শনিবার সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে রাস্তার পাশে ঘনঘন অবৈধ বালু ও পাথরের ঠেকগুলোকেই দায়ী করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

তাঁরা জানান, দাস কলোনির গলি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে আসার পথে প্রথমে একটি রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাইক থেকে পড়ে যান হতভাগ্য প্রাণতোষ মিত্র। সঙ্গে সঙ্গেই উল্টো দিক থেকে ট্রিপার এসে পুনরায় ধাক্কা দেয় বাইক আরোহী প্রাণতোষকে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আশপাশের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাণতোষ মিত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এসে চালক সহ ট্রিপারটি থানায় নিয়ে গেছে।

ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র চিনের, তেজপুরে বলেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি সচিব, মহাবাহু পরিদর্শন ১৭ জনের গবেষক দলের

তেজপুর (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আগ্রাসী চিন মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তনের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তেজপুরে এসে বলেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রালয়ের সচিব উপেন্দ্র প্রসাদ সিং। ব্রহ্মপুত্র নদের ৫৮০ কিলোমিটার অতিক্রম করে আজ শনিবার তেজপুরের জাহাজঘাটে এসে পৌঁছেছে দেশের জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্রসিং শেখাওয়াতের কন্যা সুহাসিনী শেখাওয়াত নেতৃত্বাধীন ১৭ জনের এক কেন্দ্রীয় গবেষক দল। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রালয় ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অসম সরকার, অরুণাচল প্রদেশ সরকার এবং এনডিআরএফ-এর যৌথ সহযোগিতায় অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার গেলিং থেকে গত ২৩ ডিসেম্বর যাত্রা করেছিলেন তাঁরা।

আজ বিকেল প্রায় সাড়ে চারটেয় তেজপুরের ঐতিহাসিক জাহাজঘাটে দলটি আসলে সেখানে ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রালয়ের সচিব উপেন্দ্র প্রসাদ সিংদের শোণিতপুর জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের আধিকারিক কর্মচারীরা ফুলাম গামোছা দিয়ে উষ্ণ স্বাগত জানান।

জলশক্তি সচিব উপেন্দ্র প্রসাদ সিং বলেন, চিনের এই ষড়যন্ত্রের খবর ভারত সরকারের কাছে গেছে। চিনের এ ধরনের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থল ইয়ার্লং সাংপোর নিম্নাংশ সিয়াঙের ওপর নির্মাণ করবে বিশাল নদীবাঁধ। তিনি বলেন, বিশাল নদীবাঁধ নির্মাণ হলে রাজ্যের বন্যা এবং নদীভাঙন সমস্যারও সমাধান হবে।

উল্লেখ্য, দেশের জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের কন্যা সুহাসিনী শেখাওয়াতের নেতৃত্বাধীন ১৭ জনের গবেষক দলটি ছয়টি নৌকায় বিশাল ব্রহ্মপুত্রের বুকে ৯১৭ কিলোমিটার ভ্রমণের লক্ষ্য স্থির করে মহাবাহুর জলরাশির গুণাগুণ, ভাঙন-অবক্ষেপণ, মাছ ও শিশুক সহ বিভিন্ন জলচর প্রাণী সম্পর্কে গবেষণার জন্য এই যাত্রা শুরু করেছিল। তাঁদের সঙ্গে দিয়েছে এনডিআরএফ-এর ২০ জনের এক দল। ইতিমধ্যে দলটি ব্রহ্মপুত্রে ৫৮০ কিলোমিটার অতিক্রম করে আজ তেজপুরে এসেছে। দলে গুয়াহাটি আইআইটি, দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ মৎস্যপালন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্রহ্মপুত্র বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় জল কমিশনের গবেষক দলও রয়েছে।

সুহাসিনী শেখাওয়াত বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে সহাবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নবপ্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জলরাশির অধ্যয়ন করে জলশক্তি মন্ত্রালয়ে দাখিল করা হবে প্রতিবেদন। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারত সরকারের জলশক্তি দফতর কর্তৃক গঙ্গার আদলে ব্রহ্মপুত্রের ওপর এ-ধরনের গবেষণা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে ব্রহ্মপুত্র নদ অসমের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্রসিং শেখাওয়াতের কন্যা সুহাসিনী ধেমাজি থেকে আসার সময় ব্রহ্মপুত্রের বুকে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেন, এই দুর্ঘটনায় সৌভাগ্যবলে রাক্ষা পেয়েছেন তিনি। তাঁদের এই যাত্রা তথা গবেষণা ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন এবং বন্যা সমস্যা অধ্যয়নের জন্য।

জলশক্তি সচিব উপেন্দ্র প্রসাদ সিং বলেন, দেশের মোট জলরাশির ৪০ শতাংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জল ভাণ্ডার। অরুণাচল প্রদেশের সিয়াঙে নদীবাঁধ নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সচিব সিং। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসবাসকারী মানুষজনকে জলজীবন-এর মাধ্যমে কীভাবে আর্থিকভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়েও অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা।

নবগঠিত 'রাইজর দল'-এর প্রথম সভাপতি অখিল গগৈই, গঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি

মরান (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রত্যাশিতভাবেই অসমে নবগঠিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল 'রাইজর দল' (বাংলায় তর্জমা করলে জনতার দল)-এর সভাপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হয়েছেন ৩৯৪ দিন ধরে কারাবন্দি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সর্বেসর্বা অখিল গগৈ। ডিব্রুগড় জেলার মরানে 'রাইজর দল'-এর প্রথম রাজ্য অভিবর্তনে শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভায় অখিল গগৈকে দলের প্রথম সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন। রাতেই গঠিত হয়েছে দলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি।

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ। তাঁর বিরুদ্ধে 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী'র অভিযোগ এনে দুটি মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে ওই মামলাগুলির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এনআইএকে। অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে উজান অসমের চাবুয়া থানায় ছয়টি, ডিব্রুগড়ে একটি, গৌরীসাগর থানায় একটি, শিবসাগর থানায় একটি, টিয়ক থানায় একটি, যোরহাট থানায় একটি, গুয়াহাটির চানমারি থানায় একটি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটি মামলা রুজু হয়েছিল।

গত ২ অক্টোবর অসমে নয়া এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশক করেছিল। মূলত বামপন্থী ভাবধারার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে কথিত ৭০টি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এদিন জন্ম দেওয়া হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল 'রাইজর দল'-এর।

গতকাল রাতে অভিবর্তনের প্রতিনিধিসভা কারাবন্দি অখিল গগৈকে রাইজর দল-এর সভাপতি হিসেবে মনোনীত করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করেছে। ড় হীরেন গোহাঁইকে কমিটির প্রধান উপদেষ্টা করে উদায়াদিত্য ভরালি, ড় সীতানাথ লহকর, ইন্দ্রানী দত্ত, ড় ঘনশ্যাম নাথ (অতিরিক্ত বিত্ত সমিতির সভাপতি) এবং হাফিজ বসির চৌধুরীকে উপদেষ্টা পদে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা রাইজর দলের অন্যতম আহ্বায়ক ভাস্কো ডি শইকিয়া, কবীন্দ্র চেতিয়া ফুকন এবং জিতুল ডেকাকে কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অভিবর্তনের প্রতিনিধিবর্গ।

এভাবে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা সদ্যপ্রাক্তন কংগ্রেসি কমলকুমার মেধি, কৃষক মুক্তির নেতা বেদান্ত লস্কর, সুমিত্রা হাজরিকা, মোহিনীমোহন লিগিরা, রাসেল হুসেন, দীপক শইকিয়া, রঞ্জিত তামুলি, ডা. হরিকান্ত দাস, চরণ ডেকা, দিলীপ বরা, হরেশ্বর বর্মণ, ফণী তায়েং, অনিল বড়ো, ভবেন বরুয়া, টংকেশ্বর মরান, সিদ্ধার্থ বরুয়া এবং পুলিন ভট্টাচার্যকে উপ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা হুসেন মহম্মদ শাহজাহান, তাই-আহোম যুব-পরিষদের প্রাক্তন নেতা লোহিত গগৈ, তফশিলি জাতির প্রাক্তন ছাত্রনেতা রুবুল দাস, মহেন্দ্র দিহিঙিয়া, গিরিশংকর গোস্বামী, অঙ্কুর শইকিয়া, আলোক নাথ, লোহিত গগৈ, দিবস ফুকন এবং জাহিরউদ্দিন লস্করকে করা হয়েছে সাধারণ সম্পাদক। সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন দীপাংকর কলিতা, জেরিফা ওয়াহিদ, প্রবীণ দাস, দীপক তাঁতি, ভবেন সন্দিকৈ, দধিচার ফাংচু, রত্নেশ্বর দেউরি, নবদ্বীপ বরা, সম্বিৎ শর্মা, ধ্রুবজ্যোতি ফুকন, অনুপজ্যোতি শইকিয়া, অনুপম বরুয়া, কৃষ্ণা শর্মা, দিগন্ত চাংমাই, আজমল হুসেন, আশ্রাফুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহাব এবং দিলওয়ারা চৌধুরী। সহ-সম্পাদক করা হয়েছে আনিসুর রহমান, রুবুল বুঢ়াগোহাঁই, পদ্মকান্ত দাস, জয়ন্তকুমার দাস, শাহজাহান আলি, দাদুল আলি, প্রদীপ বরুয়া, শিফুজ্বল বসুমতারি, যুগলজ্যোতি গগৈ, সেরাম হরজিত সিং, দিলীপকুমার শর্মা এবং আরিফ মজুমদারকে।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে হেমন্ত সূত, মণিরুজ জামান, রবি শইকিয়া চুতিয়া, পার্থসারথি শইকিয়া, চিত্র গগৈ, আমজাদ আলি শিকদার, হীরেন ফুকন, চক্রধর ডেকা, রঞ্জিত দত্ত, মমি চৌধুরী, ললিত চেতিয়া এবং এমএ হাজরিকাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া জ্ঞানশ্রী বরা সহ পাঁচজনকে মুখপাত্র হিসেবে মনোনীত করেছে প্রতিনিধিসভা। অন্যদিকে ড় ঘনশ্যাম নাথকে বিত্ত সমিতির সভাপতি করার পাশাপাশি তথ্য ও প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব দেবাঙ্গ সৌরভ গগৈ এবং মোজাম্মিল হককে, কার্যালয় সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে চিন্ময় বরাকে, কার্যনির্বাহী সদস্য হয়েছেন প্রভাত বৈষ্ণব।

এদিকে অভিবর্তনের প্রতিনিধিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে রাইজর দল-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজন করে কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শুক্রবার রাতে অভিবর্তনের প্রতিনিধিসভায় রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে রাইজর দলের সংবিধান, নীতি-নির্ধারণ, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সকলকে দৃষ্টিহীনদের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান করিমগঞ্জে ব্রেইলি দিবসের অনুষ্ঠানে

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেও যারা জন্মদাতা পিতা ও জন্মদাত্রী মায়ের মুখ দর্শন করতে পারেনি, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকেও তাঁরা ব্রাত্য। চন্দ্র সূর্যের নান্দনিক দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাঁদের প্রতি সমাজের প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া নৈতিক দায়িত্ব। কারণ মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেলে সেই সকল দৃষ্টিহীন অসহায়রাও স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি পৃথিবীর অতুলনীয় দৃশ্য দর্শন না করেও বিমর্ষ হয়ে পড়বে না। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে দৃষ্টিহীনদের মনের মধ্যে কোনও দুঃখ না আসে। সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের উদ্যোগে উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষাখণ্ডে বিশ্ব ব্রেইলি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তা এভাবেই নিজেদের অভিমত তুলে ধরেছেন।

শুক্কুর চৌধুরী এমই স্কুলের প্রধানশিক্ষক মৃণালকান্তি পালের পৌরোহিত্যে স্কুল প্রাঙ্গণে শনিবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে এদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সূচনা করে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ইনক্লুসিভ এডুকেশন কম্পোনেন্টের জেলা প্রকল্প আধিকারিক ইন্দ্রানী নায়েক। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক অনুপ পুরকায়স্থ, ব্লক রিসোর্স পার্সন ইমদাদুরবারী চৌধুরী, চয়ন বণিক, পার্থসারথি দে প্রমুখ। বিশ্ব ব্রেইলি দিবস উপলক্ষ্যে আজ স্থানীয় দৃষ্টিহীন শিশু এবং আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের নিয়ে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত এই সকল শিশুদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানও হয়েছে। এতে আবৃত্তি, গান ও ছড়া পরিবেশন করেছে শিশুরা। পরবর্তীতে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত সেমিনারে উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষাখণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত শিশুদের লুইস ব্রেইল সম্পর্কে অবগত করে দৃষ্টিহীনদের লুইস ব্রেইল পদ্ধতিতে কীভাবে পড়াতে হয় সে ব্যাপারেও বিশদভাবে আলোচনা করেন বক্তারা। ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠদানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপকরণও এদিনের সেমিনারে প্রদর্শন করা হয়। শেষে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন সীমন্তনি দে। সহযোগিতায় ছিলেন শ্রাবণী পাল।

বদরপুরে ভ্রাম্যমাণ লাইফ লাইন এক্সপ্রেসে গত পাঁচ দিনে ২,৬০০ জন রোগীর চিকিৎসা সম্পন্ন

বদরপুর (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রেলের ভ্রাম্যমাণ লাইফ লাইন এক্সপ্রেসে বদরপুরে গত পাঁচ দিনে ২,৬০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। শনিবার ৭০০ জন রোগীর জন্য টোকেন দেওয়া হলেও রাত পর্যন্ত ৮৩৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ২১৩ জন রোগীর চোখের ছানি সফলভাবে অস্ত্রোপচার করার পাশাপাশি ৭০৩ জন রোগীর চোখের চিকিৎসা করা হয়েছে। লাইফ লাইন এক্সপ্রেসের কোচে স্থাপিত এই হাসপাতালে এ পর্যন্ত ৮৩৪ জন প্রসূতি ও স্ত্রী রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত ৫২ জন মৃগী রোগীরও চিকিৎসা করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

রেল বিভাগের শাখা সংগঠন ইম্প্যাক্ট ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরটি চলতি মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে। ভ্রাম্যমান এই হাসপাতালে বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং ওযুধপত্রও বন্টন করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আউটরিচ ম্যানেজার সুব্রত দত্ত স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

কৃষকদের সমর্থনে রাজভবন ঘেরাও অভিযানের ডাক কংগ্রেসেব

নয়াদিল্লি, ৯ জনুয়ারি (হি. স.): টানা ৪৪ দিন ধরে দিল্লির সীমান্তে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকরা। একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসেনি কোন রফা সূত্র। এবার কৃষকদের পক্ষ নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিল অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। ১৫ জানুয়ারি প্রতিটি রাজ্যের রাজভবনে কৃষকদের জন্য বিক্ষোভ দেখাবে কংগ্রেস। শনিবার এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে।

কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অষ্টম দফায় বৈঠক অমীমাংসিত থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ। তার মতে কেন্দ্রীয় সরকারের একরোখা মনোভাবের জন্যই সমাধানের পথ বেরিয়ে আসছে না। ফলে এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদের হয়ে এবং তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ১৫ই জানুয়ারি দেশজুড়ে রাজভবন অভিযান কর্মসূচি ঘোষণা করেন সোনিয়া গান্ধী। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার পাশাপাশি গণমাধ্যমেও চলবে নিরন্তন প্রচার। এদিনের বৈঠকে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেন, সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক মন্ত্রী কৃষকদেরকে সুপ্রিমকোর্টে যেতে বলেছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষ আদালত যদি কেন্দ্রকে বলে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিতে, তবে কেন্দ্রর অবস্থান সেই সময় কি হবে। উল্লেখ করা যেতেতানা্ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দিল্লির সীমান্তে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছেন কৃষকরা। অতিরিক্ত শীত এবং বৃষ্টির জেরে একাধিক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নেই, শুটিংয়ে স্বস্তি

ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনো দৃশ্য নেই নাটকে, সেটাই এক বিরাট স্বস্তির ব্যাপার। তাই এই করোনাকালের শুটিংয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি মৌসুমী হামিদের। প্রায় আড়াই মাস পর ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদেই কাটছে তাঁর শুটিংয়ের দিন।

করোনা মহামারির কারণে চিত্রনাট্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে রোম্যান্টিক দৃশ্য। নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ক্যামেরার সামনে সংলাপ বলে যাচ্ছেন অভিনয়শিল্পীরা। অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে গিয়ে মৌসুমী জানান, 'সময়ের গল্প' নাটকে পাশাপাশি দাঁড়ানোর মতো কোনো দৃশ্য বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্য নেই। নাটকটি দেখানো হয় আরটিভিতে। তার ধারাবাহিকতার পর্বগুলোর জন্য উত্তরার আপনঘর শুটিংবাড়িতে পুনরায় শুরু হয়েছে দৃশ্য ধারণ।

শুটিং স্পট থেকে মৌসুমী হামিদ বলেন, 'নাটকটা অত বেশি প্রেম-পিরীতির না। আমাদের গল্পের বেশির ভাগ অংশজুড়েই থাকে ক্রাইম। যে কারণে খুব কাছাকাছি বসে থাকার দৃশ্য নেই। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব মেনটেইন করেই শুটিং করছি।' সচেতনতার ফিরিস্তি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের সেট বানিয়েছেন তপু খান। তিনি ইউনিটের সবাইকে পিপিই দিয়েছেন। সবাইকে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হয়েছে। শুটিং শুরু করার আগে পুরা হাউস ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধোয়া হয়েছে। শুটিংয়ের আগেই গাড়িসহ আমাদের সব শিল্পীকে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। তাপমাত্রা মাপা হয়েছে।

করোনা নেই নিশ্চিত হয়েই সবাইকে শুটিং সেটে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে।'

পুবাইলের আরেকটি শুটিং সেট থেকে অভিনেতা মাজনুন মিজান বলেন, 'তিন মাস ঘরে থাকার পর কাজ শুরু করেছি। এই অবস্থায় একটু ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেকে সব সময় নিরাপদ রেখেই শুটিং করছি। আমাদের নাটকের গল্পে ক্লোজার বা ইন্টিমেট কোনো দৃশ্য নেই। করোনার সময়টা মাথায় নিয়ে সেভাবেই গল্প লিখেছেন চিত্রনাট্যকার।'

তবে নিজেদের শুটিংয়ের কোনো তথ্য যথাযথভাবে ভাগাভাগি করতে রাজি হচ্ছিলেন না কেউই। আন্তসংগঠনের নির্দেশনা অনুসারে পয়লা জুন থেকে শুটিংয়ে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। তবু শুটিং স্পটের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে চান না কেন? জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক অভিনেতা বলেন, 'বাইরে থেকে চকচকে মনে হয়, কিন্তু অনেক তারকা, নির্মাতা, প্রযোজক আছেন, জীবন ধারণ করতে হলে কাজে তাদের নামতেই হবে। যার বাড়ি, গাড়ি আছে, সে সারা বছর শুটিং না করলেও কোনো ক্রাইসিসে পড়বে না। কিন্তু অনেকেরই বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হচ্ছে, আবার সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে নামও প্রকাশ করতে চায় না। তখন সচেতনতার প্রশ্নে সবাই তাঁকে দোষারোপ করবে। বেঁচে থাকার জন্য কোনটা আগে?'

এই মুহূর্তে সবাই ঘরে শুটিং করলেও, অভিনেতা রাশেদ মামুন অপুকে দেখা যায় বাইরে, ক্যামেরার সামনে। এই অভিনেতা বলেন, 'আমরা যথেষ্ট নিরাপত্তা নিয়ে "তোলপাড়" নামের একটি ধারাবাহিকের শুটিং করছি। অল্প কিছু কাজে হাউসের নিচে গেলেও সবাই সতর্ক ছিলাম। আমাদের সবার জন্য হাউসের ডাইনিং টেবিলে লেবু, আদা, গরম পানি ও চায়ের ব্যবস্থা ছিল।' এ নাটকে আরও অভিনয় করেন ডা. এজাজ, মিলন ভট্ট, নুসরাত জাহান প্রমুখ। নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে নিশ্চিত করেন নির্মাতা মুসাফির রনি।

মারা গেছেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা চিরঞ্জীবী

মারা গেছেন ভারতের কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা চিরঞ্জীবী সারজা। 'চিরু', 'সিঙ্গরা', 'আম্মা আই লাভ ইউ', 'আটাগারা'-র মতো অসংখ্য ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। গতকাল রোববার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এই অভিনেতা। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর।জানা গেছে, শনিবার শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা নিয়ে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচানোর বহু চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু তা কাজে এল না শেষ পর্যন্ত। রোববার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে পৃথিবীর বাতাসে শেষবারের মতো নিশ্বাস ছাড়েন দুপুরে। চলে যান না ফেরার দেশে।

ভারত সরকারের নির্দেশমতো কোভিড—১৯ পরীক্ষার জন্য নমুনা নেওয়া হয়েছে। তবে করোনাভাইরাসের আক্রমণ শরীরে হয়েছিল কি না, তা এখনো জানা যায়নি। কন্নড় অভিনেতা অর্জুন সারজার নিকট আত্মীয় ছিলেন চিরঞ্জীবী। প্রবীণ অভিনেতা শক্তি প্রসাদের নাতি ছিলেন তিনি।

বেঙ্গালুরুর বল্ডউইন স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন চিরঞ্জীবী। পরে বিজয়া কলেজে পড়াশোনা করেন। অর্জুন সারজার সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। প্রায় ৪ বছর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে 'বায়ুপুত্র' ছবি দিয়ে অভিনয়ের ক্যরিয়ার শুরু করেন তিনি।

এরপর একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। বড় বাজেটের ছবি 'রাজা মারঠান্ডা'-র কাজ বাকি থাকতেই চলে গেলেন তিনি। তিনটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। কন্নড় ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এই অভিনেতা। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সহকর্মীরা।অল্লু শিরিশসহ বহু অভিনেতা তাঁর অকালমৃত্যুতে টুইটারে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, 'হঠাৎ চিরঞ্জীবী সরজার চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছি না। তাঁর পরিবারের প্রতি আমি সমব্যথী।' সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার অনিল কুম্বলেও টুইটারে লিখেছেন, 'চিরঞ্জীবী সরজার অকালপ্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। আশা করি তাঁর পরিবার এই পরিস্থিতি থেকে সামলে উঠবে।'কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েরিউরাপ্পাও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

গ্লিসারিন ছাড়াই কেঁদেছেন সুস্মিতা

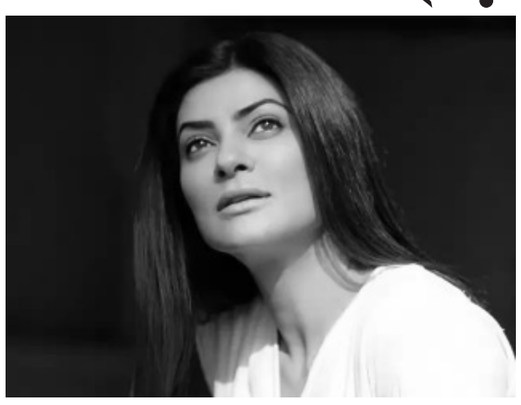

সেই ১৯৯৬ সালে দস্তক সিনেমা দিয়ে শুরু হলো সুস্মিতা সেনের যাত্রা, তারপর সেই পথচলায় ছেদ পড়ল ২০১০ সালে, দুলহা মিল গ্যায়া সিনেমার মাধ্যমে। দীর্ঘদিন পর আবার তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন, আরিয়া হয়ে। হ্যাঁ, ডিজনি হটস্টারের এই ফ্যামিলি ক্রাইম ড্রামা ধাঁচের ওয়েব সিরিজের নামও আরিয়া।

দীর্ঘদিন পর সুস্মিতা সেনকে আরও একবার পর্দায় দেখতে হলে ১৯ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেদিনই মুক্তি পাবে এই সিরিজ। এই সিরিজ দিয়েই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পা রাখবেন ৪৪ বছর বয়সী সুস্মিতা।

ডেকান ক্রনিকল—এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, সাবেক বিশ্বসুন্দরী এই অভিনয়শিল্পী বলেন, "আরিয়া এমন একটি চরিত্র, যেটা একজন অভিনয়শিল্পীর বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে রাখা ক্ষুধা মেটায়। এই চরিত্র যদি পরিচালক আমার কাছে নিয়ে না আসত, আমি নিজে গিয়ে পরিচালকের কাছে এই চরিত্রটি ভিক্ষা চাইতাম। চিত্রনাট্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি "আরিয়া"র প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আর মনে—প্রাণে আরিয়া হতে চাইছিলাম।

আমি আমার ২৪ বছরের ক্যারিয়ারে এই ধরনের চরিত্র করিনি। আমার মনে হয়েছে, এ রকম একটা চরিত্রের জন্যই ১০ বছর অপেক্ষা করেছি। সেটে গ্লিসারিন ছাড়া কেঁদেছি। আরিয়ার দুঃখ অনুভব করে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়েছে। আরিয়া একজন মা। যেকোনো মূল্যে সে তাঁর সন্তানদের বাঁচাতে চায়। আরিয়া আর আমি কোথায় যেন মিলে গেছি।"

ভয় কেটে গেছে কঙ্গনার

নায়িকা, প্রযোজক, কবিতিনি তো সবই। তিনি বলিউডের 'কুইন' কঙ্গনা রনৌত। চাঁছাছোলা কথা বলার জন্য বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বেশি। তবে শত্রুরাও একবাক্যে স্বীকার করবেন যে এই নারী অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম শ্রেণির আর মেরুদণ্ডে তাঁর ঢের জোর আছে। 'মনিকর্ণিকা: দ্য কুইন অব ঝাঁসি' ছবির পর আবারও পরিচালনায় নামবেন তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও চারটি ফিল্মফেয়ার জয়ী এই অভিনয়শিল্পী। ৩৩ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনা ও লেখালেখিতেও মন দেন। আর 'মনিকর্ণিকা'র মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে হাজির হন। আবারও তিনি নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা করবেন। ঐতিহাসিক ড্রামা ধাঁচের এই সিনেমার নাম 'অপরাজিতা অযোধ্যা'।

কয়েক মাস আগেও কঙ্গনা রনৌত এই ছবি পরিচালনার জন্য হন্যে হয়ে প্রযোজক খুঁজছিলেন। জানিয়েছিলেন, তিনিই মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন। প্রযোজনাও তিনিই করবেন। এখন জানা গেল, কেবল প্রযোজনা আর অভিনয় নয়, ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। অযোধ্যার মন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা ছবির কাহিনি লিখেছেন কেভি বিজেন্দ্র প্রসাদ।

ভারতীয় গণমাধ্যম ই টাইমস—এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে একটা দৈনিককে কঙ্গনা জানান, তিনি তাঁর এই নতুন কাজে পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য খুবই উচ্ছ্বসিত। আর তর সইছে না। আর পরিচালনার বিষয়ে ভয় কেটে গেছে তাঁর। এবার তিনি পরিচালক হিসেবে আরও আত্মবিশ্বাসী বলেও যোগ করেন কঙ্গনা। লকডাউনে পরিবারের সঙ্গে হিমাচলে কাটছে কঙ্গনার দিন, কঙ্গনার রাত। সময়টা কাজে লাগিয়েছেন কঙ্গনা। কবিতা লিখেছেন, ভিডিও বানিয়েছেন, লেখালেখি করেছেন, পুরোনো ফটোশুটের ছবি পোস্ট করছেন, ব্যায়াম করছেন আর তাঁর নতুন প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মোট কথা, বসে নেই কঙ্গনা। সর্বশেষ তিনি দেখা দিয়েছেন 'পাঙ্গা' ছবিতে। আর বরাবরের মতোই প্রশংসা কুড়িয়েছেন সমালোচকদের।

গায়ের রং বা পোশাক দিয়ে "মানুষকে বিচার করবেন না"

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ২৬ জানুয়ারি ছিল বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে বড় রাত, ৬২তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের রাত। মনোনয়নপ্রাপ্তদের ভেতর যিনি বয়সে সবচেয়ে ছোট, বারবার তিনিই হাসলেন শেষ হাসি। বিজয়ীর মঞ্চে একের পর এক, বারবার উচ্চারিত হলো সদ্য কৈশোর পেরোনো ১৮ বছর বয়সী বিলি আইলিশের নাম। সেরা চার ক্যাটাগরি, অর্থাৎ সেরা নতুন শিল্পী, সেরা গান, সেরা রেকর্ড আর সেরা অ্যালবামসবখানে তাঁর জয়জয়কার। এবার এই পপতারকা মুখ খুললেন বর্ণবৈষম্য ও মানুষকে তাঁর পোশাক দিয়ে বিচার করা নিয়ে।মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ র‍্যাপার টেইলর, দ্য ক্রিয়েটর বেস্ট র‍্যাপ অ্যালবামের গ্র্যামি হাতে তুলে বলেছিলেন, "যখন কেউ আমার গায়ের রং দেখে বলেন, আরে ও তো "র‍্যাপ" বা "আর্বান" মিউজিক করে, তখন সেটা আমার ভালো লাগে না। একজন কালো মানুষ মিউজিক করছেন, মানেই সেটা র‍্যাপ? আমার "আর্বান" শব্দটাও ভালো লাগে না। কবে আমরা মানুষকে গায়ের রং দিয়ে বিচার করা বন্ধ করব?" এই প্রশ্ন রেখে স্টেজ থেকে নেমেছিলেন টেইলর।

জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে যখন দশম দিনের মতো আন্দোলন চলছে, তখন "ডোন্ট স্মাইল অ্যাট মি"খ্যাত বিলি আইলিশ টেইলারের সেই বক্তব্যের সমর্থন জানিয়ে নতুন করে বিবৃতি দিলেন। বললেন, "সেদিন গ্র্যামি হাতে মঞ্চে উঠে টেইলর যা বলেছিলেন, আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। মানুষ যে কেন মানুষকে ক্যাটাগরিতে ফেলতে ভালোবাসে! একজন শিল্পী, কেবল শিল্পী নয়, একজন মানুষ কেমন, তা ওই মানুষের গায়ের রং বা পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না। লিজ্জো আর অ্যান্ড বি ক্যাটাগরিতে সেরা হলো। ও কিন্তু আমার চেয়ে বেশি পপ। আমার সাদা চামড়া আর আমি তরুণ, তাই আমি পপ গাইব, এমন কোনো কথা নেই। আমার গানের কোনো অংশ শুনে মনে হয়, পপ? বলুন, আমার পোশাক—আশাক দেখে মনে হয় পপ! হাস্যকর। আপনারা মানুষকে নানাবিধ বিচার—বিশ্লেষণ শেষে ছোট ছোট বক্সে ঢুকিয়ে ফেলা বন্ধ করুন। মানুষ কেবলই মানুষ। আর সেটাই

আন্দোলনে নিক ও প্রিয়াঙ্কার সমর্থন

পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে আফ্রিকান—আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু হয় ২৫ মে। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে করোনার লকডাউন অমান্য করে রাস্তায় রাস্তায় চলছে বিক্ষোভ, আন্দোলন। সেই আন্দোলন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে এবার একাত্মতা প্রকাশ করলেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাস দম্পতি টুইটারে দুঃখিত, ক্ষুব্ধ নিক জোনাস তাঁদের দুজনের পক্ষ থেকে লিখেছেন, "প্রি (প্রিয়াঙ্কা চোপড়া) আর আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। এই ঘটনা এই দেশ আর বিশ্বের মানুষের প্রকট বৈষম্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বর্ণবৈষম্য আমাদের সিস্টেমের পরতে পরতে। এখন চুপ করে থাকা অপরাধ। এখন "আমি বর্ণবাদী নই" বলে নিজের দায়িত্বের গোড়ায় দাঁড়ি টানা অন্যায়। এটুকু বলে থেমে যাওয়ার দিন শেষ। যে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে, আমরা তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি।"২৭ বছর বয়সী এই মার্কিন সংগীতশিল্পী আরও লেখেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রতিবাদের সময় এখনই। এখন শুধু "বর্ণবাদী নই" বলে ক্ষান্ত থাকলে হবে না। বর্ণবাদী যে নই সেই প্রমাণ দিতে হবে। যতভাবে সম্ভব কৃষ্ণাঙ্গদের সব যৌক্তিক দাবির সঙ্গে থাকতে হবে। সবার সমান অধিকার ও সুযোগের জন্য লড়তে হবে। এই দম্পতি আরও জানান, তাঁরা সর্বাতোভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করছেন ও জর্জ ফ্লয়েডের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছেন।

টমি বললেন, টম প্রস্তুত

পুরোদমে চলছিল মিশন ইমপসিবল সেভেন ছবির শুটিং। কোথায়? ইতালিতে। তারপর শুরু হলো করোনা—মহামারি। কিছুদিনের ভেতরই ইতালিতে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল কোভিড—১৯—এর বিষবাষ্প। শুরু হলো লকডাউন। ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ হলো টম ক্রুজের শুটিং। কিন্তু বন্ধ হয়েও বন্ধ হলো না। এরপর ইতালির শুটিং গুটিয়ে নিয়ে পুরো দল চলে গেল যুক্তরাজ্যে। সেখানে শুরু হলো চিত্রনাট্যের লন্ডন অংশের শুটিং। তারপর করোনা পৌঁছে গেল লন্ডনেও। সেখানেও শুরু হলো লকডাউন। মার্চে বন্ধ হয়ে গেল এই ছবির শুটিং।এই ছবির পরিচালক ক্রিস্টোফার ম্যাককুয়ারিনের প্রধান সহকারী পরিচালক টমি গর্মলে বিবিসি রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, শুরু হবে মিশন ইমপসিবল সেভেন-এর থেমে থাকা যাত্রা। টমি বলেন, "চলতি বছরেই সেপ্টেম্বরের শুরুতে নতুন করে শুরু হবে আমাদের ছবির শুটিং। আর আমরা সারা বিশ্ব ঘুরে শুটিং করব। সবার আগে যুক্তরাজ্যের অংশের শুটিং শেষ হবে। ২০২১ সালের মে নাগাদ আমরা শুটিং শেষ করে ফেলতে পারব। সবকি সেভাবেই ঠিক করে আগানো হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

রাস্তা ফেরতের দাবিতে ছাতিমতলায় অবস্থানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা

শান্তিনিকেতন , ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : রাস্তা ফেরতের দাবিতে ছাতিমতলায় অবস্থানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা "মহর্ষির থান" ঐতিহ্যবাহী ছাতিম তলায় মৌন অবস্থানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য।
মুখ্যমন্ত্রীর ফেরত নেওয়া রাস্তা, ফেরত দেওয়ার দাবিতে ছাতিমতলায় অবস্থানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা।অন্যদিকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে রাজনীতি করনের অভিযোগ তুলে পাল্টা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন পড়ুয়ারাও। একই সময়ে অন্যদিকে গত বছর পৌষমেলার অগ্রিম টাকা (সিকিউরিটি) ফেরানোর দাবিতে উপাসনা গৃহের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন ব্যবসায়ীরা। সবমিলিয়ে আরও একবার ফের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বভারতী।
একই সময়ে ঢিল ছোড়া দূরত্বে তিনটি জমায়েত। অভিযোগ। পাল্টা অভিযোগ। শনিবার সকালে এমনই পরিস্থিতি দেখল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।শনিবার সকাল থেকেই বিশ্বভারতী জুড়ে উত্তেজনা। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় সকাল ৯টা নাগাদ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের তরফে রাস্তা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে প্রথম অবস্থান-বিক্ষোভটি হয়। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী , অধ্যাপক অন্যান্য আধিকারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা ছিলেন এই কর্মসূচিতে। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালে তৎকালীন বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বপন দত্ত, শান্তিনিকেতন ক্লাব মোড় থেকে কালিসায়র মোড় পর্যন্ত উপাসনা গৃহের সামনের প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা টি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন।এ বছরই মার্চ মাসে বিশ্বভারতীর আবেদনের ভিত্তিতে রাস্তাটি বিশ্বভারতীকে দেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু অভিযোগ ছিল প্রায় সময় এই রাস্তা সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার করতে দিচ্ছিল না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৮ ডিসেম্বর বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠক এসে পুনরায় রাস্তাটি বিশ্বভারতীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন এবং রাজ্য পূর্ত দফতরের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পরই নয়া মাত্রা পায় রাজ্য সরকার-বিশ্বভারতী সংঘাত। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।
এদিনের মৌন অবস্থান বিক্ষোভ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয় বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অবস্থান বিক্ষোভে।দীর্ঘ এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলে মৌন অবস্থান। এর মাঝেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে রাস্তা ফেরতের আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। চিঠিতে উপাচার্য লিখেছেন, '

এছাড়া, বিশ্বভারতীতে কয়েকদিন ধরেই দেখা যায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা। এমনকী, অনুব্রত মণ্ডলকেও সরাসরি বিশ্বভারতীর মাটিতে ঢুকে রাস্তা উদ্বোধনে নামতে দেখা যায়। রাস্তা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে রাজনৈতিক পতাকার প্রতিবাদে আজ ঐতিহ্যবাহী ছাতিমতলায় মৌন অবস্থানে বসেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ও বিশ্বভারতী পরিবার। অন্যদিকে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির পতাকা, পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। যে পোস্টারে কোথাও কোথাও উপাচার্যের মৌন অবস্থান কে সমর্থন জানিয়ে পোস্টার ও দেখা গেছে।
উপাচার্যের নেতৃত্বে যখন ছাতিমতলার ভিতরে মৌন অবস্থান চলছে প্রায় একই সময়ে দ্বিতীয় বিক্ষোভটি শুরু হয় ছাতিমতলার গেটের বাইরে উপাচার্যের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে পাল্টা অবস্থান বিক্ষোভে বসেন বিশ্বভারতীর পড়ুযা দের একাংশ।
বিশ্বভারতীর রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। বিক্ষোভ-পাল্টা বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্বভারতীতে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নিরাপত্তা কর্মীদের বিরুদ্ধে। বাদানুবাদ হয়। ধাক্কাধাক্কিও হয় বলে অভিযোগ। যার জেরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।তাঁরা অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীর মদতে বিশ্বভারতীতে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া চলছে।
তৃতীয় বিক্ষোভস্থল বিশ্বভারতীর উপাসনাগৃহ। আয়োজক স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি। একই সময়ে পৌষমেলার স্টল বণ্টনের অগ্রিম টাকা ফেরানোর দাবিতে উপাসনা গৃহের সামনে হাতে পোস্টার নিয়ে মৌন অবস্থান-বিক্ষোভ করবেন ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, গত পৌষমেলায় ব্যবসায়ীদের কাছে অগ্রিম টাকা 'সিকিউরিটি মানি' হিসেবে নেওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতীর তরফে। অভিযোগ, পরবর্তীতে সেই টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দেয়নি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।
তাদের অভিযোগ, গত শীতের পৌষমেলার সময় স্টল করার জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে ফেরতযোগ্য অর্থ জমা নিয়েছিলেন, তা এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। এক ব্যবসায়ী বলেন, "গত বছরের পৌষমেলার পরে করোনা আবহে আমরা প্রবল আর্থিক সঙ্কটে পড়েছি। এ বারের শীতে অতিমারির কারণে মেলা বাতিল হয়েছে। তবুও আমাদের টাকা ফেরত দেয়নি বিশ্বভারতী। তাই আমরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছি।

ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ায় গ্রেফতার এক চিনা জওয়ান

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): আবারও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়লেন এক চিনা জওয়ান। ভারতের জমিতে অনুপ্রবেশের জন্য গ্রেফতার করা হয় ওই চিনা জওয়ানকে। সূত্রের খবর, পথ ভুলে প্যাংগং হ্রদের দক্ষিণে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) পেরিয়ে ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়ে লালফৌজের ওই জওয়ান। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে।
ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ৮ জানুয়ারি প্যাংগং সো লেকের দক্ষিণ দিকের এলাকায় রেজাং লা থেকে এক চিনা ফৌজিকে পাকড়াও করা হয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পার করে তিনি ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন। সেখানে মোতায়েন ভারতীয় জওয়ানরা তাঁকে পাকড়াও করেছেন। সেনার তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কী কারণে ওই ফৌজি সীমান্ত পার করেছিলেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে যাবতীয় প্রোটোকল মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চিনা সেনাকেও সে বিষয়ে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, আজ বা আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার ওই সিপাহীকে চিনা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে পারে ভারতীয় সেনাবাহিনী।
প্রসঙ্গত, গত অক্টোবর মাসেও লাদাখের ডেমচক এলাকায় ওয়াং ইয়া লং নামের এক চিনা সৈনিককে গ্রেফতার করা হয়। যদিও জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবারও ফের চিনা সৈনিকের অনুপ্রবেশে রীতিমতো উদ্বিগ্ন প্রতিরক্ষা মহল। বিশ্লেষকদের ধারণা, ভারতীয়ও জমি থেকে এখনই সরতে রাজি নয় চিনারা। বরং লাগাতার আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশ চালিয়ে ভারতের প্রত্যুত্তর কেমন হতে পারে সেই বিষয়ে জানতে চাইছে বেজিং।

স্বাস্থ্যকর্মীদের পর টীকা দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে পুলিশকর্মীদের, ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৯জানুয়ারি(হি. স.): করোনাভাইরাস এর টিকা স্বাস্থ্যকর্মীদের পর এবার পুলিশকর্মীদের দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পুলিশকর্মীদের ফোনে ইতিমধ্যেই ধন্যবাদ জানিয়ে মেসেজ পাঠাতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। খুব শীঘ্রই তাদের টিকাকরণ এর কাজ শুরু হবে।
আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে টিকাকরণ শুরু হবে। জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় স্বাস্থ্যকর্মী এবং সামনের সারির করোনা যোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সামনের সারির যোদ্ধাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি জায়গা দেওয়া হয়েছে পুলিশকর্মীদেরও। শনিবার সকাল থেকেই এই মর্মে ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশকর্মীদের ফোনে বার্তা পাঠাতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার।
করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসকদের পরই তাঁরা। মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে একের পর এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে কলকাতা-রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে। কখনও মাইক হাতে কবিতা, কখনও নচিকেতা কিংবা সুমনের গানের লিরিক্সে সচেতনার বার্তা প্রতিস্থাপন করে মানুষের কাছে তুলে ধরা। কখনও আবার উর্দি গায়েই রাস্তায় বসে আলপনা দিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। তুলিতেও উঠে এসেছে সেই একই বার্তা। দিনের পর দিন একেবারে রাস্তায় নেমে লড়াই চালাচ্ছেন তাঁরা। প্রয়োজনে নিয়েছেন কড়া পদক্ষেপও। এবার সেই পুলিশকেই সম্মান জানাতে রাজ্য সরকারের নয়া উদ্যোগ।
ইতিমধ্যে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের অনেক কর্মী। পুলিশের মনোবল বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে লালবাজার। এবার মেসেজ পাঠিয়ে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে পাশে থাকার বার্তা দিল রাজ্য সরকার। মেসেজে লেখা রয়েছে, 'কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় একজন কোভিড যোদ্ধা হিসেবে আপনি যেভাবে মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সেবা করেছেন, তাঁকে সম্মান জানিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনার কাছে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। আপনি ও আপনার পরিবার সবসময় ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।' মেসেজের শেষে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।
লালবাজার সূত্রে খবর, প্রায় দু'মাস ধরে পুলিশকর্মীদের সম্পর্কে সবরকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পুলিশকর্মীর নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ সংক্রান্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যভবনে। তারপরই শনিবার থেকে শুরু হয়েছে পুলিশকর্মীদের মেসেজ পাঠানো।

পাথারকান্দির লঙ্গাই নদীর ওপর অর্ধনির্মিত সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবি

পাথারকান্দি (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বাজার সংলগ্ন মোটর স্ট্যান্ডের পার্শ্ববর্তী লঙ্গাই নদীর ওপর অর্ধনির্মিত সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবি তুলেনছেন স্থানীয়রা।
এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন, গত বছর তিনেক আগে লঙ্গাই নদীর ওপর পাকা সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেতুটির সিঁকিভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিন বছরেও সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এই সেতু নির্মাণের জন্য এক কোটি টাকাও মঞ্জুর করেছিলেন। এতে তাঁরা আশা করেছিলেন শীঘ্র সেতুটির কাজ শেষ করে এপার-ওপার যাতায়াতে সুবিধা হবে। কিন্তু তাঁদের সেই আশা আজ পর্যন্ত পূরণ হয়নি।
তাঁরা আরও বলেন, সেতুটি যথাসময়ে নির্মাণ না হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা বার-কয়েক বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। বলেন, সেতুটি নির্মাণ না হওয়ায় এলাকার প্রায় চারটি গ্রামের বাসিন্দা সহ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দুর্দশা চরমে উঠেছে। বর্ষার মরশুমে নৌকা এবং শুকনো মরশুমে বাঁশের সাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করেন তাঁরা। সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় বিশেষ করে লাঞ্ছিত হচ্ছেন কাবাড়িবন্দ গ্রামের জনগণ। তাই এই সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে এলাকার ভুক্তভোগীরা ফের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত মালয়েশিয়ার জনজীব

কুয়ালালামপুর, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রবল বন্যার জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মালয়েশিয়ার জনজীবন। এই বন্যায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। আর মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৬ জনের। বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা গেলেও প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তাঁদের কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, মৌসুমি বায়ুর কারণে হওয়া প্রবল বর্ষণের কারণে গত কয়েকদিন ধরে মালয়েশিয়ার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পাহাং-সহ অন্য রাজ্যগুলিতে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল এলাকা জলমগ্ন হওয়ার কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। এখনও পর্যন্ত মোট ৫০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। তার মধ্যে শুধু পাহাঙ্গ রাজ্যেই গৃহহীন প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। অনেকে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে দিন কাটালেও বাকিরা খোলা আকাশের নিচেই রয়েছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি কর্মীরা বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করতে গেলেও ত্রাণসামগ্রী ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে না বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে। রেলপথ ও রাস্তাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। সরকারের তরফে বন্যাদুর্গত এলাকায় উদ্ধার কাজ চালানো হচ্ছে বলে দাবি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে।

ওড়িশায় এখনো প্রবেশ করেনি বার্ড ফ্লু, দাবি রাজ্য প্রশাসনের

ভুবনেশ্বর, ৯ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই দেশজুড়ে একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বার্ড ফ্লু। মূলত পাখিদের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়লেও উদ্বিগ্ন প্রশাসনের শীর্ষ আমলারা। ওড়িশায় এখনও পর্যন্ত এই রোগ ছড়িয়ে পড়েনি। যদিও সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। এই সংক্রান্ত কোনও গুজব বা বিভ্রান্তিকর খবরে কান না দেওয়ার আবেদন জনগণের কাছে করেছে রাজ্য প্রশাসন।
শনিবার রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করে বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে ওড়িশায় এখনও বার্ড ফ্লু ধরা পড়েনি। যদিও পশু চিকিৎসকরা পাখিদের থেকে লালারস সহ একাধিক শারীরিক উপাদান সংগ্রহ করেছে পরীক্ষার জন্য। বিশেষ করে পোল্ট্রি ফার্মগুলোর থেকে লালারস সহ অন্যান্য শারীরিক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। সঠিক তাপমাত্রায় রান্না করে মুরগির মাংস এবং ডিম খাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে অযথা বিভ্রান্তি হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।
রাজ্যস্তরে এনিমেল ডিজিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি, স্টেট ভেটেনারি ল্যাবরটরি এবং আঞ্চলিক স্তরে ডিস্ট্রিক্ট ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুরোপুরি তৈরি। এখনও পর্যন্ত পাখিদের শরীর থেকে যে নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতার রিজিওনাল ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য তার সবই নেগেটিভ এসেছে। বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা কোন রকমের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। জনগণ এবং পোল্ট্রি কর্তাদের কাছে সরকারের তরফ থেকে আহ্বান করা হয়েছে যে পাখিদের অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখলেই নিকটতম পশু চিকিৎসা কেন্দ্র এবং রাজ্য কন্টোল রুমের খবর দিতে হবে।

১৭ জানুয়ারি পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের পালস পোলিও টিকা নেওয়াতে অভিভাবকদের আবেদন করিমগঞ্জ স্বাস্থ্য আধিকারিকের

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : চলতি মাসের ১৭ তারিখ পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের পালস পোলিও টিকাকরণের প্রস্তুতি পর্ব জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। করিমগঞ্জ জেলায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৫৪টি শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক দিতে এদিন ৯৩৫টি বুথ এবং ২৭টি প্রাতিষ্ঠানিক বুথ খোলা হবে। এছাড়া আরও ২৪টি ভ্রাম্যমাণ বুথেও শিশুদের পালস পোলিও প্রতিষেধক দেওয়া হবে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় আরও ৫১টি বুথেও এই প্রতিষেধক খাওয়ানো হবে।
স্বাস্থ্য দফতরের এই কর্মসূচিতে করিমগঞ্জ জেলায় ১২ জন সুপারভাইজার, ৩০ জন সেক্টর সুপারভাইজার টিকাকরণ কর্মসূচি তদারকি করবেন। জেলার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীমকান্তি দাস এই টিকাকরণ কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে জেলাবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জানান, ১৭ জানুয়ারি বাদপড়া শিশুদের ১৮ এবং ১৯ তারিখ ঘরে ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা পালস পোলিও প্রতিষেধক দেবেন। তবে সরকারিভাবে নির্ধারিত ১৭ জানুয়ারি তারিখেই পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের নিকটবর্তী বুথে নিয়ে গিয়ে পোলিও প্রতিষেধক নিতে অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানান অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীমকান্তি দাস।

লিলুয়া হোম ও হিঙ্গলগঞ্জের দুটি ঘটনা নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা পাল

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : লিলুয়া হোমে 'পাশবিক অত্যাচারের' নিরপেক্ষ তদন্ত এবং হোমের আধিকারিকদের এর সদুত্তর পেশের দাবিতে শনিবার হাওড়া জেলা প্রশাসনের দফতরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি মহিলা মোর্চা।
মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "কিছুদিন আগে একটি নাবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। রেল পুলিশ তাকে খুঁজে পেয়ে প্রথমে রেলের হোমে রাখে। সেখান থেকে পরে তাকে লিলুয়া হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। তিন-চার দিনের মধ্যেই সেই খবর পেয়ে নাবালিকার বাড়ির লোক তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তখন সে বলে যে লিলুয়ার হোমে তার উপরে অমানবিক শারীরিক অত্যাচার করা হয়। তার হাতে সেফটিপিন দিয়ে হোমের অপর তিন নাবালিকা তাদের নাম খোদাই করে দেয়। তার প্রমান তার শরীরে স্পষ্ট। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস' এর চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, ওই তিন অভিযুক্ত নাবালিকা হোমের বাসিন্দাই নয়।" অগ্নিমিত্রা বলেন, "কিন্তু আজ যখন আমরা হাওড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যাই, তিনি আমাদের জানান তিন অভিযুক্ত নাবালিকা সেই হোমের বাসিন্দা। আমরা আজ তাঁর কাছে স্মারকলিপি জমা দিই।
অগ্নিমিত্রা বলেন, হোম কর্তৃপক্ষ মানতে রাজি নন যে এমন কোনও অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। ওনাদের বক্তব্য যে এই নাবালিকা আগেও এইভাবে নিজেকে আহত করেছে। কিন্তু এই কথায় সামঞ্জস্য নেই। কারণ কিসের জন্য একটি নাবালিকা তার হাতে অন্য তিন স্বল্প পরিচিত নাবালিকার নাম খোদাই করবে তার উপযুক্ত কারণ পাওয়া দুষ্কর। আমাদের দাবি, শীঘ্রই যেন এই অমানবিক অত্যাচারের সত্য উদ্ঘাটন করা হয়।
অগ্নিমিত্রা বলেন, এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক যুবতীর মৃতদেহ ঘিরে উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ বাঁকড়া এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। ৬ জানুয়ারি হেমনগর বাজার সংলগ্ন মাঠে সন্ধ্যা মন্ডল নামে এক মহিলার দেহ মেলে। কাল সন্ধ্যায় বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং মৃতর পরিবার দেহ নিয়ে যখন গ্রামে ফেরার সময় তাদের গাড়ি আটকে মারধর করা হয়। অভিযুক্তা তৃণমূল সমর্থক।পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থা আয়ত্বে আনে।
অগ্নিমিত্রা বলেন, "বাংলার মানুষ না শান্তিতে বাঁচতে পারছে, না মৃত্যুর পর শান্তি পাচ্ছে। মরদেহ নিয়ে যা হল, এমন নিচু স্তরের রাজনীতি কেউ করতে পারে ভাবতে পারি না। তৃণমূলকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি মালা দিতে পারলাম না। কারণ, আমার মালা ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে।'

বাচ্চা ছেলে, অনেককে দেখলে ভয় পায় : অভিষেককে খোঁচা দিলীপ ঘোষের

দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): "বাচ্চা ছেলে। তাই অনেককে দেখলে ভয় পায়, গুন্ডা বলে।" শনিবার দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতিকে অন্ডাল বিমান বন্দরে রিসিভ করতে এসে তৃণমূল যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই খোঁচা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই এক জনসভায় বক্তব্যে তৃণমূলের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে গুন্ডা বলে আক্রমন করেন। তার ওই বক্তব্যে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। রাজ্যজুড়ে গত কয়েকমাস ধরে শুরু হয়েছে তৃণমূল -বিজেপি বাকযুদ্ধ। শনিবার বর্ধমানের কাটোয়া ও বর্ধমান সদরে একাধিক কর্মসূচীতে যোগ দিতে আসেন বিজেপির সর্ব ভরতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন দুপুরে অন্ডাল কাজী নজরুল বিমান বন্দরে বিশেষ বিমানে নামেন তিনি। দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া প্রমুখ। তার আগে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। এদিনের বর্ধমানে জেপি নাড্ডার রোড-শয়ে পুলিশের অনুমতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' যেকোন প্রোগ্রামে পুলিশের অনুমতি নিয়ে সমস্যা হয়। সেই অভ্যাসটা এখনও যায়নি। ধীরে ধীরে বুঝবেন, সমস্ত দলের অধিকার আছে, নিজের মত করে প্রোগ্রাম করার।' এদিন অভিষেক ব্যানার্জীর প্রকাশ্য জনসভায় গুন্ডা বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন,'বাচ্চা ছেলেতো, অনেককে দেখলে ভয় পায়। তাই গুন্ডা বলে।'

৩৩ বছর বন্ধ থাকার পর খুলতে চলেছে নবরূপে সজ্জিত রডন স্কয়্যার

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি. স.): দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর বন্ধ থাকার পর খুলতে চলেছে নবরূপে সজ্জিত রডন স্কয়্যার। শনিবার কলকাতা পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম নবরূপে সজ্জিত রডন স্কোয়ারের উদ্বোধন করেন।রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাখির ডাক এখন থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে শহরের আনাচে কানাচে। এদিন রডন স্কোয়ারের উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন পুর প্রশাসক।
"সবুজ বাঁচাও"-এর ডাক দিয়ে আটের দশকে রডন স্কোয়ারে জোর আন্দোলন চালিয়েছিল রাজ্য কংগ্রেস। ওই জায়গায় একটি সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়তে উদ্যোগী হয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু সবুজ ধ্বংস করে সেখানে কাঠামো গড়া যাবে না, এই দাবিতে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপে ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে হয় বাম সরকারকে।
এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে রডন স্কয়্যার সংস্কারের ঘোষণা করেন। ২০২০-র ১২সেপ্টেম্বর ফিরহাদ হাকিম রডন স্কয়্যার পরিদর্শনে করতে যান। পরিদর্শনের পর তিনি রডন স্কয়্যারে আরবান ফরেস্ট তৈরি করার কথা বলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায় মুখ্য প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দেবাশীষ কুমার স্বপন সমাদ্দার রতন দে প্রমুখ। ১২ হাজার বর্গ মিটার আয়তনের রডন স্কয়্যারে একটি বড় জলাশয় রয়েছে।
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় ঝোপ-জঙ্গলে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছিল রডন স্কয়্যার। জলাশয়টিও আবর্জনায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। জলাশয়টি সংস্কার করে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কলকাতা পৌরনিগম এই রডন স্কয়্যারে তৈরি করেছে আরবান ফরেস্ট। লালমাটির ছোঁয়া লাগা গ্রামীণ প্রকৃতির সাজে সাজানো হয়েছে রডন স্কয়্যার। আরবান ফরেস্ট তৈরি করার জন্য পার্কের অনেক বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এছাড়াও পার্কের চারধারে বসার জন্য বেঞ্চ রাখা হয়েছে।
জলাশয়ের পাড় বরাবর লাল মাটির রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রডন স্কয়্যারে ওপেন জিম বসানো হয়েছে। একটি সবুজ ঘাসে ঘেরা লন থাকছে। রডন স্কয়্যারের মধ্যেই থাকছে একটি ফুলের বাগানও। জলাশয় ঘিরে গাছগাছালির ও ফুলের গাছ দিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক চাপান-উতর । রাজ্যে রাজনৈতিক তরজার মাঝে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এই সাক্ষাত থেকে অনেক অর্থ বের করা হচ্ছে।
শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনে পৌঁছন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয় রাজ্যপাল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে। এর আগেও উত্তরবঙ্গ সফরের আগে দিল্লিতে গিয়ে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজ্যপাল। পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে এসেছেন তিনি। সে বার তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি ও আইপিএস আইএএস আধিকারিকদের কার্যকলাপ নিয়েও অভিযোগ জানিয়েছিলেন অমিত শাহর কাছে।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাকযুদ্ধের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে, রাজভবন এবং পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এর মধ্যে সম্প্রতি মমতা রাজভবনে পৌঁছে প্রায় এক ঘন্টা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন। নতুন বছর উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাত বলেই জানান হয়েছে।

বাংলার মানুষের পরিত্রানের জন্য পিসি-ভাইপোর নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার সময় হয়েছে, বাবুল সুপ্রিয়

দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : "মান থাকলে তবেই মানহানি হয়। বাচ্চারা বাচ্চাদের মত কথা বলেছে বলতে দিন। আইনী জবাব আইনীভাবেই দেওয়া হবে। বাংলার মানুষের পরিত্রানের জন্য পিসি-ভাইপোর নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার সময় হয়েছে। ২০২১ তৃণমূল নির্মূল হবে।' শনিবার অন্ডালে দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে তৃণমূলের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনী নোটিশ পাঠানোর প্রতিক্রিয়ায় এমনই তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই তোলবাজ বলার অভিযোগ বাবুল সুপ্রিয়কে ক্ষমা চাওয়ার আইনী নোটিশ পাঠায় তৃণমূলের যুবনেতা। ওই নোটিশ পাঠানো নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। শনিবার বর্ধমানে একাধিক কর্মসূচীতে আসেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন দুপুরে অন্ডাল বিমান বন্দরে বিশেষ বিমানে আসেন তিনি। দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক ব্যানার্জীর নোটিশ পাঠানোর প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন,' তোলাবাজ শব্দটা আমি বলিনি। মান থাকলে, তবেই মানহানি হয়। উনি নোটিশ পাঠাচ্ছেন। আমার লিগল টিম আছে, দেখছেন। আইনী জবাব আইনীভাবেই দেওয়া হবে। উনি ক্ষমা চাওয়ার বলেছেন। তার কোন প্রশ্নই নেই। বরঞ্চ, বিগত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পিসি-ভাইপোর সিন্ডিকেট যেভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। সেই পরিবর্তনের পরিত্রানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাওয়ার সময় হয়েছে।' অভিষেক ব্যানার্জীকে আরও কটাক্ষ করে বলেন, ' বাচ্চারা বাচ্চাদের মত কথা বলেছে, বলতে দিন। এদিন বারাবনিতে বাসে ভাঙচুর করছে। এটা তৃণমূলের চরিত্র। চিন্তা নেই ২০২১ তৃণমূল নির্মূল হবে।

দুলাখ টাকার বেশি বেতন প্রাপকরাও এবার পাবেন তিন শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

কলকাতা, ৯জানুয়ারি(হি. স.): বিধানসভা নির্বাচনের আগে একের পর এক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১ জানুয়ারি থেকে ৩ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন সরকারি কর্মীরা। মাসিক ২ লক্ষ টাকার বেশি বেতন পান যাঁরা তাঁদেরও এই সুবিধের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
গত ৩ ডিসেম্বরেই নবান্নে ৩

ছয়ের পাতায়

জলে ভাসমান লাশ উদ্ধার বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে নিখোঁজ যুবকেব

বিশ্বনাথ (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত কুমলিয়া এলাকার এক জলধারায় ভাসমান লাশ উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ যুবক মঞ্জিত রাজখোয়ার। আজ শনিবার সকালে কুমলিয়া এলাকার অজলা সুঁতিতে (জুরি) উদ্ধার হয়েছে তাঁর মৃতদেহ।
জানা গেছে, কুমলিয়ার গড়েহাগি গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জিত রাজখোয়া গত বৃহস্পতিবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ তাঁর নিজের বাসগৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন। এর পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। গত আড়াই দিন তাঁর সন্ধানে ব্যাপক তালাশি চালিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু মঞ্জিতের কোনও সন্ধান পাননি তাঁরা। আজ সকালে স্থানীয় কতিপয় মৎস্যজীবী মাছ শিকার করতে জাল মারতে গেলে জলে ভাসমান মৃতদেহটি দেখেন। তাঁরা ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বনাথ থানাকে অবগত করলে পুলিশ আসে।
পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে মঞ্জিত রাজখোয়া বলে শনাক্ত করে। স্থানীয় মানুষজন এবং পুলিশের ধারণা, অত্যধিক মদ্যপানের পরিণতিতে মঞ্জিত রাজখোয়ার মৃত্যু হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য তাঁর মৃতদেহ সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ড্যানি ফক্সের লাল কার্ড প্রত্যাহার করল আইএসএল কর্তৃপক্ষ, স্বস্তি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : অধিনায়ক ড্যানি ফক্সের লাল কার্ড প্রত্যাহার করেছে আইএসএল কর্তৃপক্ষ। ফলে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন তিনি। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ড্যানি ফক্সকে মাঠে নামাতে পারায় স্বস্তি এসসি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে।
শেষ ম্যাচে এফসি গোয়ার রোমারিও জেসুরাজকে ফাউল করার অপরাধে সরাসরি লাল কার্ড দেখান হয় তাঁকে। যদিও পরে দেখা যায় ফাউলের আগেই তিনি বলে পা ঠেকিয়েছিলেন। দুই ফুটবলারের সংঘর্ষ অনেকটাই অনিচ্ছাকৃত। ম্যাচের পরেই বিষয়টি নিয়ে ফেডারেশন ও

ছয়ের পাতায়

বদলের জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন রাজ্যের মানুষ : জেপি নাড্ডা

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : "পরিবর্তনের জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন রাজ্যের মানুষ। দুর্গা মা-র নামে শপথ, কৃষকদের নিয়ে পরিবর্তন আনবে বিজেপি।" পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মন জয় করতে হাজির হয়ে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার সভায় এই মন্তব্য করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। সভা থেকে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।

তিনি বলেন, "২৪ থেকে ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে কৃষক ভোজের আয়োজন করা হবে। ওই সময়ে ৪০ হাজার গ্রাম সভায় কৃষকদের সংগঠিত করা হবে। রাজ্যে সরকার গড়ে আমরাই কেন্দ্রের কৃষক নিধি সম্মান চালু করব। কৃষকদের বাজেট ৬ গুণ বাড়িয়েছে মোদী সরকার।" নাড্ডাবাবু বলেন, 'ক্ষমতায় এলে কৃষকদের উন্নয়ন করা হবে। ৩ কৃষি আইনে কৃষকদের উন্নতি হবে। কৃষিতে রোজগারের ক্ষেত্রে দেশে ২৪ নম্বরে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলায় জলের অভাব নেই, তবু সেচ হয় এমন জমি কম। ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ রাজ্যের মানুষকে স্বাস্থ্যবিমা নিতে দেননি মমতা। আয়ুষ্মান প্রকল্পে এই সুবিধা দিয়েছিল মোদি সরকার।

রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার, দুর্গাপুরে কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ

দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : কিশোরীর অর্ধনগ্ন রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার। মেলা দেখানোর নাম করে কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ পরিবারের। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবীতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর থানা ঘেরাও। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল শিল্পশহর দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা এলাকা।

জানা গেছে, রবিবার রাতে দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার এমএএমসি টাউনশিপ এলাকায় বছর আঠেরোর এক কিশোরীর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরনের জামা প্যান্ট ছেঁড়া, শরীরে ক্ষত চিহ্ন থাকায় বিস্তর রহস্যের দানা বাঁধে। মৃতার বাড়ি এমএএমসি আম্বেদকর কলোনী এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যায় মেলা দেখানোর নাম করে পার্শ্ববর্তী এলাকার এক যুবক তাকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাতে বাড়ি থেকে কিছুটা দুরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আশপাশের লোকজন ওই কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোযনা করে। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার সকালে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবীতে সরব হয় এলাকাবাসী। এবং দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ঘেরাও করে। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এবং অভিযোগ ওঠা যুবককে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে,' ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগ ওঠা যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'

শিবিরে

পাচের পাতার পর

আইএসএল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয় ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। শনিবার সকালে ফক্সের লাল কার্ড প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ড্যানি ফক্সকে নামাতে পারবে লাল-হলুদ শিবির।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত এখন সাবলম্বী মানবজাতিকে বাঁচাতেও প্রস্তুত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): ভারত এখন পুরোপুরি সাবলম্বী। দু"টি মেড-ইন-ইন্ডিয়া কোভিড-১৯ টিকার সাহায্যে মানবজাতিকে বাঁচাতেও প্রস্তুত ভারত। শনিবার ১৬ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ১৬ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা যুক্ত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের সকলের মন সর্বদা "মা ভারতী"-র সঙ্গে যুক্ত। বিগত কয়েক বছরে, অনাবাসী ভারতীয়রা অন্যান্য দেশে নিজেদের পরিচয় মজবুত করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে পিপিই কিট, মাস্ক, ভেন্টিলেটর এবং টেস্টিং কিট অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করত ভারত, কিন্তু এখন আমাদের দেশ সাবলম্বী। দু"টি মেড-ইন-ইন্ডিয়া কোভিড-১৯ টিকার সাহায্যে মানবজাতিকে বাঁচাতে প্রস্তুত ভারত।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত যখন সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি হয়েছিল, বিশ্বও এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পেয়েছিল। দুর্নীতি রুখতে ভারত এখন প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে। মোদী জানান, দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ভারতে চলমান প্রচারাভিযান বিশ্বজুড়ে আলোচিত হচ্ছে।... অনেকেই বলতেন ভারত ভেঙে পড়বে এবং দেশে গণতন্ত্র অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃত সত্য হল শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতে।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার ডোজ দ্রুত ব্রাজিলে পাঠানোর আর্জি প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর

ব্রাসিলিয়া, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : ভারতের কাছে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার ডোজ দ্রুত ব্রাজিলে পাঠানোর আর্জি জানাল ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই মর্মে আর্জি জানিয়ে চিঠি লিখেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট।

কোভিডের টিকাকরণ শুরু করা নিয়ে ব্রাজিলের অন্দরেই চাপ বাড়ছে বোলসোনারোর উপর। এই আবহে মোদির উদ্দেশে বোলসোনারো লিখেছেন, 'জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি অবিলম্বে কার্যকর করতে জরুরি ভিত্তিতে ব্রাজিলে ২০ লক্ষ টিকার ডোজ সরবরাহ করলে ভাল হয়। তবে এ নিয়ে ভারতের টিকাকরণ কর্মসূচি যাতে কোনও ভাবে বিঘ্নিত না হয়, তা দেখাটাও জরুরি'। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের মতোই অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড টিকা 'কোভিশিল্ড'-এর অপেক্ষায় রয়েছে সে দেশের ফিয়োক্রুজ বায়োমেডিক্যাল সেন্টার। ব্রাজিলে ওই টিকার উৎপাদন সম্পূর্ণ করতে বেশ কিছু উপাদান প্রয়োজন। তবে শনিবারের মধ্যে ওই উপাদানগুলি হাতে আসার কথা থাকলেও তা তাদের কাছে পৌঁছয়নি বলে জানিয়েছে ফিয়োক্রুজ। সম্ভবত, ওই উপাদানগুলি চলতি মাসের শেষে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে ওই সংস্থা।

স্কলারশিপ

● **প্রথম পাতার পর**

কমিটির অধিন প্রতিটি বুথের বুথ সভাপতিরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগরতলা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি প্রেরন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক ডাক্তার দিলিপ দাস, এসসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি টুটন দাস সহ অন্যান্যরা।

বেড়ে ১,৫০,৭৯৮

আটের পাতার পর

মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১৯০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১,২৫৯ জন।

কারখানা

আটের পাতার পর

সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব এবং যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস।ক্রেসারের কর্ণধার গৌতম পাল জানান এই ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের পর এখানে কয়েক শত শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।যেখানে পূর্বে অসম থেকে এই ভাঙ্গা পাথর চড়া দামে কিনে আনতে হতো ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য।বর্তমানে এই মেশিনগুলো ত্রিপুরা রাজ্যে হওয়ায় যেমন সুবিধামতো ভাঙ্গা পাথর পাওয়া যাচ্ছে তেমনি দামও অনেকটা নাগালের ভেতরে রয়েছে। তাই রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও সরকারের কাজ-কর্মের অনেক সুবিধা হবে।

শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

আটের পাতার পর

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। প্রায় তিন বছর আগে, নিজের জন্মদিনের দিন প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল গুজরাটের দীর্ঘকালীন এই মুখ্যমন্ত্রীকে। ১৯৯১-১৯৯২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন সোলাঙ্কি। গুজরাট থেকে দু"বারের জন্য রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন তিনি।

গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিং সোলাঙ্কির প্রয়াণে গভীরভাবে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, "সমাজে সমৃদ্ধ অবদানের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মাধব সিং সোলাঙ্কি। তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত।" শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। মাধব সিং সোলাঙ্কির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গুজরাটের কংগ্রেস শিবিরও।

শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

পাচের পাতার পর

শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সেক্ষেত্রে ঊর্ধসীমা ২ লক্ষ টাকা বেতন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। শনিবারের ঘোষণায় সেই সীমাবদ্ধতা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নের তরফে জানানো হয়, যাঁদের বেতন ২ লক্ষ ১ হাজারের বেশি, তাঁরাও ৩ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন। অতিরিক্ত ডিএ দেওয়া জন্য রাজ্য সরকারের ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি খরচ হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মী, বিভিন্ন বোর্ড, করপোরেশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ স্থানীয় কর্তারা যাদের বেতন ২ লাখ ১ হাজার টাকার বেশি তারাও নিজেদের বেতনের ৩ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা পাবেন।

জগদীপ ধনকর

তিনের পাতার পর

গ্রহণের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধও লেগেছে একাধিক। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার গুরুতর অভিযোগও করেন তিনি। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো নাম করে একাধিক পুলিশ অফিসারের রাজ্য সরকারের কথায় নিজেদের আদর্শচ্যুত হয়ে কাজ করার মতো ঘোরতর অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

ভারতে করোনার নতুন স্ট্রেনে সংক্রমিত বেড়ে ৯০ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না, আতঙ্ক বাড়িয়ে ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গেল ৯০-এ। শুক্রবার পর্যন্ত ভারতে নতুন করোনা-স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮২, শনিবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯০। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ৯০-তে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আরও ৮ জনের শরীরে নতুন স্ট্রেনের (প্রজাতি) সন্ধান মিলেছে।

করোনার নতুন স্ট্রেন নিয়ে ভারতে আতঙ্ক ক্রমশই বাড়ছে। করোনার নতুন স্ট্রেন আতঙ্ক বাড়িয়েছে ব্রিটেনে, নতুন করে কড়া লকডাউন চলছে সেখানে। ব্রিটেন থেকে ছড়িয়ে পড়া এই নয়া স্ট্রেনের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে ভারত সরকার। তা সত্বেও সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আবার ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

বন্ধু মানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ জানুয়ারি।। বন্ধু মানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে কোয়াইফাং বাজারে গরীব লোকজনদের মধ্যে কম্বল বিতরনকরাহয়। বন্ধু মানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থা প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কাজকরেযাচ্ছে। এরইমধ্যে এই কনকনে শীতথেকে গরিবলোকজনদের রক্ষনার্থে সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দিলো এই সামাজিক সংস্থা। বন্ধু মানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে আজ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের বাজারে কিছু সংখ্যক গরীব লোকজনদের মধ্যে কম্বল বিতরন করাহয়। আজকের এই কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক সংস্থার এডভাইজার কমিটির সদস্য তমাল বৈদ্য সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। আজকের এই কম্বল বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ারমতো।

টিকাকরণ

● **প্রথম পাতার পর**

সিনিয়র আধিকারিকরা ছিলেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী করোনার একাধিক বিষয় নিয়ে বিশদে ও ব্যপক ভাবে পর্যালোচনা করেন।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি দুই করোনা টিকাকে (অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনকা ও সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার তৈরি কোভিশিল্ড ও ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন) শর্তসাপেক্ষে এবং জরুরি ভিত্তিতেই ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) ভিজি সোমানি জানিয়েছেন যে, দুই টিকা ব্যবহার করাই নিরাপদ। তবে এইএমসের ডিরেক্টর ডাক্তার রণদীপ গুলেরিয়া বলছেন আপাতত কোভ্যাকসিনকে ব্যাক-আপ হিসেবেই থাকছে। শুরুতে ব্যবহার হবে কোভিশিল্ড। তাঁর যুক্তি, তখনই কোভ্যাকসিন ব্যবহার করা যেতে পারে যতক্ষণ না আমরা কোভিশিল্ডকে সুনিশ্চিত ভাবে ফলপ্রদ বলতে পারছি।

দেশজুড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

আইন প্রত্যাহার না করে ৪০ দিনেরও বেশি সময় ধরে মিটিং-মিটিং খেলছে কেন্দ্র। এমনটা করে কৃষকদের তারিখের পর তারিখ দিয়ে চলেছে। ৭৩ বছরে এই প্রথম বার এমন একটা সরকার ক্ষমতায় আছে যারা নিজেদের কর্তব্য থেকে পিছিয়ে এসেছে। অন্নদাতাদের তারা সুপ্রিম কোর্ট যেতে বলছে। কৃষক বিরোধী নীতি নেওয়ার জন্য সরকারকেই জবাবদিহি করতে হবে। ভারতীয় সংবিধান আইন তৈরি করার দায়িত্ব আদালতকে দেয়নি। সংসদকে দিয়েছে। নিজের দায়িত্ব পালনে যদি মোদী সরকার অক্ষম হয়ে থাকে, তবে তাদের এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়।

রিমান্ডে

● **প্রথম পাতার পর**

পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা একলাছ উদ্দিন পিতা জমির উদ্দিন তার নিজের ঞ্জনখত্রত্তন্ত্মন্থদ্র ন্দ্মন নামের ফেসবুকে একাউন্টে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উনার স্ত্রী নীতি দেবের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় একটি আপত্তিকর পোস্ট করে।তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১ ডিসেম্বর কদমতলা কুর্তি বিজেপি মন্ডলের পক্ষ থেকে কদমতলা থানায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়।লিখিত অভিযোগ পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ৭৫ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে পড়ে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত একলাছ উদ্দিন কর্মসূত্রে বেঙ্গালুর থাকে। সেই সূত্র ধরে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে রাজ্য পুলিশের একটি টিম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে ব্যাঙ্গালুর পাড়ি দেয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে অভিযুক্ত একলাছ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে গত পরশু রাতে রাজ্যে নিয়ে আসে। তারপর গতকাল ধর্মনগর জেলা আদালতে পুলিশি রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্তকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। আদালত আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযুক্ত এখলাছ উদ্দিনকে পুলিশি রিমান্ডে নির্দেশ দেন। বর্তমানে অভিযুক্ত একলাছ উদ্দিন কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ এখলাছ উদ্দিনকে যুগ-জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

পর্যটন

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, ছোট্ট এই রাজ্যে যা আছে তাকে নতুন ভাবনায় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব আয়োজনের সহায়তায় রয়েছে নয়াদিল্লির অ্যালপাইন ওয়াণ্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড ও সোনামুড়া নীরমহল অ্যাডভে'ার এণ্ড মাউন্টেনারিং ফাউণ্ডেশান। অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে হট এয়ার বেলুন, জিপ লাইন, রক ক্লাইম্বিং, র‍্যাপলিং, বার্মা বিজ, ল্যাণ্ড ডার্বিং, আর্চারি, ওয়াটার রোলার, জেট স্কি, বানানা বোট, কায়াকিং।

এগুলোর বিনোদনমূল্য ২০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এগুলি উপভোগ করা যাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের এম ডি রাভেল হেমেন্দ্র কুমার।

সেবাদল

● **প্রথম পাতার পর**

নেবেন।ধর্মনগরে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে তিন শতাধিক কর্মী অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন সেবা দলের সংগঠন। তিনি জানান সেবা দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করাই তাদের মূল লক্ষ্য। ধর্মনগর থেকেই কংগ্রেস সেবাদলের বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। কর্মী সম্মেলনকে সার্বিক ভাবে সফল করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন এবং আগরতলা পৌর পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থাগলির নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস সেবাদলের তৎপরতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। কাজে কংগ্রেস দলকে উজ্জীবিত করতে এবং দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী সমর্থকদের সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে জড়িত করার লক্ষ্যে এ ধরনের তৎপরতা খুবই সময়োপযোগী বলেও দাবি করেছেন সেবা দলের সংগঠক নিত্যগোপাল রুদ্র পাল।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল শরৎ সংস্কৃতি পরিষদ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও শরৎ সংস্কৃতি পরিষদ পার্থিব মানবতাবাদী অনন্য সাধারণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর ১৪৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিল।

করোনা অতিমারীর কারনে এবছর প্রবন্ধ ও আঁকা প্রতিযোগিতা অনলাইনের মাধ্যমে করা হবে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা যারা বিজয়ী হয়েছে তারা হলো ঃ-

৯ম ও ১০ম শ্রেনী- বিষয় মহেশ গল্প ও তৎকালীন সমাজচিত্র ঃ- প্রথম শ্রীমতী জয়স্মিতা ভট্টাচার্য, ৯ম শ্রেনী, শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। দ্বিতীয়-শ্রীমতী রুপনি দাস, ৯ম শ্রেনী, চারিপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। কজেল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর ঃ- বিষয় - শরৎচন্দ্রের লেখায় সমকালীন সামাজিক সমস্যার প্রতিবিধান। প্রথম ঃ- শ্রী রাজদ্বীপ দাস, ৫ম সেমিষ্টার, রামঠাকুর কলেজ। দ্বিতীয়- শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী, মহিলা মহাবিদ্যালয়। তৃতীয় শ্রীমতী রশ্মি সাহা, ৭ম সেমিষ্টার, ত্রিপুরা ইনস্ট্রিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স।

চিত্রঙ্কন প্রতিযোগিতা --৬ষ্ঠ শ্রেনী বিভাগে। প্রথম- শিরোপা ভৌমিক, ২য়- নরেন সূত্রধর। ৭ম শ্রেনী বিভাগে ঃ ১ম- দীপান্বিতা সূত্রধর, ২য়- বিশ্বজিৎ মল্লিক, ৩য় ঃ বৈভব দত্ত,। ৮ম শ্রেনী বিভাগে ঃ- ১ম- সুবীর কর, ২য়- নবদ্বীপ দাস, ৩য়- মৃদুল চন্দ্র দে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থানাধিকারীদের আগামী২৫ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় রবীন্দ্র পরিষদের মন্ত্রী বাড়ি রোডস্থ দক্ষিনী ভবনে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কৃ করা হবে।

দলনেতা

● **প্রথম পাতার পর**

মানুষকে নিজেদের অধীনে রাখতে পারছে না।

সরকার ভয়ে আশ্বস্ত হয়ে ধারাবাহিকভাবে জনগণের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আর এটা প্রতিহত করতে হবে। আর প্রতিহত না করতে পারলে এটা দেশবাসীর উপর আঘাত আসবে। শুধু তাই নয়, দলের ভেতর এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। আর এটা একটা অংশের মানুষ চোখ খুলে দেখছে। আরেকটা অংশের মানুষ উপভোগ করছে বলে জানালেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। দেশকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে হবে। আর সেই দিশা এগিয়ে নিয়ে যেতে আইনজীবিদের এর জটিল পরিস্থিতিতে সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, চাহিদাপূর্ন এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানান তিনি।

দেশের কৃষি বিল ডান্ডা উঁচিয়ে পাশ করে নিয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ শ্রমিক কৃষক এবং গরিব মানুষ দ্বারা আসছে না। এটা আসছে শোষকদের কাছ থেকে। আর এটা সরকার করছে পুঁজিপতিদের স্বার্থে। যার দরুন অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। জি ডে পি নিম্নমুখী হচ্ছে। সাধারণ মানুষের আয়ের ক্ষমতা কমছে আর অপরদিকে পুঁজিপতিদের আয় বাড়ছে। আর এটা যে শুভ সংকেত নয় তা আলোচনায় তুলে ধরেন তিনি। সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের সভাপতি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

বৈঠক

● **প্রথম পাতার পর**

বিডিওগণ এবং মহকুমাস্তরের সেশন সাইটগুলি তদারকি করবেন মহকুমা শাসকগণ। মিশন অধিকর্তা আরও জানান, গত ৮ জানুয়ারি ১৫২টি সেশন সাইটেই কোভিড-১৯ টিকার সফল ড্রাইরান সম্পন্ন হয়েছে।

মিশন অধিকর্তা জানান, স্টেট ভ্যাকসিন স্টোরে প্রায় ১৫ লক্ষ ডোজ সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড চেইন স্পেস রয়েছে। পাশাপাশি জেলা ভ্যাকসিন স্টোরেও টীকা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি কোল্ড চেইনের সর'ামগুলি টেকনিক্যাল টিমের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি জানান, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিটি জেলায় আইস লাইনড রেফ্রিজারেটর এবং ডিপ ফ্রিজ পৌছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিশন অধিকর্তা জানান, গত ৭ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সাথে কোভিড টিকাকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাকসিন নামে দু'টি কোভিড টিকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসচিব কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট রাজ্যের জন্য ৮টি রেফ্রিজারেটেড ভ্যান প্রদান করার প্রস্তাব রেখেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে এই ভার্চয়াল বৈঠকে রাজ্যের জন্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কলকাতাস্থিত রিজিওন্যাল মেডিক্যাল স্টোর থেকে গ্রহণ করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

বার্ড ফ্লু

● **প্রথম পাতার পর**

দপ্তরের মন্ত্রী জানান যেসব জায়গায় পশুপাখি মৃত্যু হয়েছে সেসব চাক থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।নমুনা পরীক্ষায় কোথাও থেকে বার্ড ফ্লুতে মৃত্যুর কোনো সংবাদ নেই।

স্বাভাবিক কারণেই বার্ড ফ্লু আতঙ্ক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।স্পর্শ কাতর এই বিষয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী আরো জানান দেশের কয়েকটি রাজ্যে বার্ড ফ্লু দেখা দেওয়ায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এর পক্ষ থেকে গত ৭ জানুয়ারি রাজ্যেও সর্তকতা জারি করা হয়েছে।পশুপাখি মড়ক এই ভয়ঙ্কর রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সচেতন থাকা জরুরি বলে তিনি মনে করেন। সেজন্যই কয়েকটি রাজ্যে বার্ড ফ্লুর জীবাণু পাওয়ার পর রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এর তরফ থেকে আগাম সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এজন্য এ হেল্প লাইন খোলা হয়েছে বলে জানান দপ্তরের মন্ত্রী।কোথাও বার্ডফ্লুর লক্ষণ দেখা দিলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে এ বিষয়ে অবগত করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী।তিনি আরো জানান গত আট নয় বছরের মধ্যে রাজ্যে বার্ড ফ্লু হয়নি।তিনি জানান ২০০৮ সালে এপ্রিল মাসে এবং পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যে বার্ড ফ্লু সংক্রমিত হয়েছিল।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

গুলির দিকে সজোরে ধাক্কা মারে। জানা যায় নাম্বার বিহীন বুলেরো গাড়ি করে নবীর হোসেন বয়স (৩০)। পিতা সিরু মিয়া বাড়ি সোনামুড়া থানা দিন রাঙ্গামাটি মধুবন। সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। গাড়ির চালক ছিলেন নয়ন মিয়া। বয়স ২৬ বছর। পিতা আক্তার হোসেন। বাড়ি সোনামুড়া থানাধীন বেরিমুরা। যদিও গাড়ির চালক নয়ন মিয়া দুর্ঘটনার পর এই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দোকানের মালিক পীযূষ দাস বলেন বিশালগড় দিক থেকে সোনামুড়া যেতেই চড়িলাম এ দুর্ঘটনা করে পাঁচটি দোকান ভেঙে তছনছ করে দেয়। সকাল হতেই চড়িলাম বাজারের দোকানের ব্যবসায়ীরা দোকানে এসে এই ঘটনা দেখতে পায়। বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা নিহত নবীর হোসেন কে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলেই ছোট্ট একটি বাছুর মারা যায়। খবর পেয়ে ভোর রাতেই ঘটনাস্থলে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। গরু চুরি হয়ে যাওয়া সংবাদমাধ্যমে দেখতে পান চম্পকনগর জীবন দাস। সাধুপাড়া জীবন দাস ছুটে আসেন চড়িলাম পশু হাসপাতালে ন বড় জার্সি গরুটিকে চড়িলাম পশু হাসপাতাল এ নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। ছোট মৃত বাছুরকে নদীর পাড়ে নিয়ে চড়িলাম প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী ময়না তদন্ত করেন। চম্পকনগর থেকে গরুর মালিক ছুটে আসায় গরুর মালিকের হাতে গাভীটি তুলে দেন বিশালগড় থানার পুলিশ। চড়িলামে পাঁচটি দোকানের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পীযূষ দাস, কাজল সূত্রধর, চন্দন ভৌমিক, গৌরাঙ্গ দেবনাথ এবং প্রাণ কৃষ্ণ সাহা ও রাধা কৃষ্ণ সাহা দোকান ন সকাল থেকে এই দুর্ঘটনার খবর শুনে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জড়ো হতে থাকে। পুলিশ যতই দুর্ঘটনা কমানোর জন্য আইন করুক না কেন কোন অবস্থাতেই দুর্ঘটনা কমানো যাচ্ছে না।

াঙ্গন

''এক মিনিট নীরবতা'' লা লিগায় হতে যাচ্ছে নিয়ম

করোনাভাইরাস ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে স্পেনে। এখন এর তীব্রতা কিছুটা হলেও কমে এসেছে। আর তাই তো আবার শুরু হতে যাচ্ছে লা লিগা। তবে লা লিগা শুরুর আগেই স্মরণ করবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত স্পেনের ২৭ হাজারের বেশি মানুষকে।আগামী বৃহস্পতিবার সেভিয়া ও রিয়াল বেতিসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে লা লিগা। ম্যাচটি শুরুর আগে করোনায় নিহতদের স্মরণ করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হবে। শুধু এই ম্যাচেই নয়, লা লিগার প্রতিটি ম্যাচের আগেই এভাবে স্মরণ করা হবে নিহতদের।লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজরা মাঠে ফিরবেন আগামী শনিবার। সেদিন রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। পরের দিন এইবারে বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। এসব ম্যাচে তো বটেই, চলতি মৌসুমে দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগের ম্যাচগুলোসহ সৌখিন ফুটবলের কোনো ম্যাচের আগেও স্মরণ করা হবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া স্প্যানিশ নাগরিকদের।আজ স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন আর লা লিগা কর্তৃপক্ষ এক যৌথ বিবৃতিতে ম্যাচের আগে এক মিনিটের নীরবতার বিষয়টি জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''উভয় সংগঠনই করোনায় নিহত মানুষ আর তাদের পরিবারবর্গকে শ্রদ্ধা জানাতে (ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিটের নীরবতা পালনের) সিদ্ধান্ত নিয়েছে।''এই প্রক্রিয়া মূলত শুরু হবে আগামী বুধবার থেকে। লা লিগা বৃহস্পতিবার মাঠে গড়ালেও স্পেনের পেশাদার ফুটবল শুরু হবে সেদিনই। যে ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের দুই দল রায়ো ভায়েকানো ও আলবাসেতে। দল দুটি দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিটই শুধু খেলবে। এর আগে প্রথম ৪৫ মিনিট খেলার পর ম্যাচটি স্থগিত হয়েছিল।

করোনায় শরীর জম্বির মতো হয়ে গেছে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে ভারতজুড়ে লকডাউনের দুই মাস পেরিয়ে গেছে। এ সময় খেলা তো দূরে থাক, অনুশীলনও সেভাবে করা হয়নি ক্রিকেটারদের। শুয়ে বসে থেকে অনেকের শরীরে জং ধরে যাওয়ার অবস্থা। নিজের শরীরের এমন অবস্থা দেখে নিজেকে জম্বি মনে হচ্ছে দীনেশ কার্তিকের কাছে।বহুদিন অনুশীলনের বাইরে থাকায় চট করে ক্রিকেটে ফেরা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কার্তিকের। এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের ধারণা, ফেরার পর ক্রিকেটারদের অন্তত চার সপ্তাহ সময় লাগবে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে। ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জানিয়েছেন, ''আমার মনে হয় এই যে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন, এটা হতে সময়

লাগবে। অন্তত চার সপ্তাহ তো বটেই। ধীরে ধীরে শুরু করতে হবে, তারপর পরিশ্রম বাড়াতে হবে এবং এর পর তীব্রতা।''লকডাউনে ক্রিকেট অনুশীলন করতে না পারা যে শরীরের ওপর ভালোই প্রভাব ফেলেছে সেটা জানিয়েছেন কার্তিক, ''চেন্নাইয়ে লকডাউন নিয়ে কড়াকড়ি একটু কমেছে। আমরা চাইলে এখন অনুমতি নিয়ে অনুশীলনে যেতে পারছি। আমি সেটাই করব ভাবছি। কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে করব। আমার শরীর পুরা জম্বি (শ্লথ গতির জীবন্মৃত মানব) মুড়ে আছে। ঘরে বসে আছি, কিছু করছি না।''কার্তিক অবশ্য প্রথম ক্রিকেটার নন যিনি অনুশীলনে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই শার্দুল ঠাকুল অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। মহারষ্ট্রের পালঘর জেলায় গত মাসেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন জাতীয় দলের এই পেসার। ধীরে ধীরে লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তবে এখনো এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি।

আইপিএলে ডাক না পেয়ে নিজেকে নগ্ন মনে হয়েছিল ''নতুন কোহলির''

ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি, তা-ও আবার অধিনায়ক হিসেবে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই ২০১২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে যখন শিরোপা এনে দিলেন উন্মুক্ত চাঁদ, তাঁর ভবিষ্যৎ ঘিরে চাঁদের আলোই দেখছিলেন সবাই। আগ্রাসন, ব্যাটিংয়ের ধরন সব মিলিয়ে চার বছর আগেই ভারতকে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জেতানো বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা হচ্ছিল তাঁর। এই বুঝি নতুন কোহলি পেয়ে গেল ভারত !কোথায় কী! যে উন্মুক্ত চাঁদকে ঘিরে বড় কিছুর স্বপ্ন ছিল, সেই উন্মুক্ত চাঁদের নামের পাশে এত বছর পরও ভারতের জার্সিতে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড হয়নি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ কী, ভারত ''এ'' দলেও এখন আর জায়গা হয় না। ২০১৬ সালের পর আইপিএলেও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। তা ২০১৮ আইপিএলে অবিক্রিত থাকার পর নাকি উন্মুক্ত চাঁদের নিজেকে নগ্ন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কেউ তাঁর কাপড় ছিড়ে নিয়েছে !ক্যারিয়ারের উত্থানের বদলে পতনই তো দেখেছেন বেশি। ভারতের ক্রিকেটে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বড় হতাশাও সম্ভবত উন্মুক্তই। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তবু ভারত এ দল, দিল্লি রাজ্য দল আর আইপিএলে দিল্লি-রাজস্থান-মুম্বাই যে খেলেছেন। কিন্তু ২০১৬ সালের পর এসে যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে উন্মুক্তের ক্যারিয়ার। দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়লেন, এরপর ভারত ''এ'' দল থেকে, তারপর আইপিএলেও থাকলেন অবিক্রিত।কী হয়েছিল, সেটিই ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছিলেন উন্মুক্ত। দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে প্রথমে বললেন, ''আমার জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া। সে সময় (২০১৬) ভারত ''এ'' দলের অধিনায়ক ছিলাম আমি, রান করছিলাম, মুম্বাইয়ের হয়ে আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলছিলাম। এর মধ্যে তাঁরা আমাকে দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।''উন্মুক্তের এরপরের পুরো গল্পটাই যেন প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আর হতাশার। প্রথমে দিল্লির দল থেকে বাদ পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, ''আমি তখন শিখর ধাওয়ান আর গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে খেলছিলাম। নির্বাচকেরা আমাকে বললেন আমরা তোমাকে ভিন্ন কিছুর জন্য প্রস্তুত করছি। এরপর দিল্লি দল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।''সেখান থেকেই শুরু তাঁর পতনের গল্পের, ''বাদ পড়লাম। এরপর দিল্লি প্রথম তিন ম্যাচে হারার পর আবার সুযোগ পেলাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ম্যাচে খেলি, সেখানে ৭৫ ও ৮০ রান করে ম্যাচসেরাও হই। কিন্তু যেহেতু আমি খুব বেশি ম্যাচ খেলিনি, খুব বেশি রানও পাইনি। নির্বাচকেরা আমাকে ভারত ''এ'' দল থেকেও বাদ দিয়ে দিলেন। ২০১৭ সালে এসে প্রথমবার আমি ক্যারিয়ারে ভারত ''এ'' দল থেকে বাদ পড়লাম। একই সময়ে আইপিএল থেকেও বাদ পড়লাম।''আইপিএলে অবিক্রিত থাকাও উন্মুক্তর কাছে আরেক প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ইতিহাস। সে সময় মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে থাকলেও বেশি একটা খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সে কারণে দল বদলানোর কথা ভেবেছিলেন। এরপর কি হলো? উন্মুক্তর মুখেই শুনুন, ''সেটা আরেক মজার গল্প। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ছিলাম, ওরা আমাকে রিটেইন করেছিল। কিন্তু ওটা এত বড় দল ছিল যে সেখানে খেলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমি এমন কোথাও যেতে চাইছিলাম যেখানে খেলার সুযোগ পাব।

একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তিনি আমাকে বললেন মুম্বাই ছেড়ে তাঁদের দলে যেতে। কিন্তু অকশনে কেউ আমাকে কিনল না!''সব হারানোর অনুভূতিটা স্বাভাবিকভাবেই ভালো কিছু হওয়ার কথা নয়। উন্মুক্ত তা বর্ণনা করলেন এভাবে, ''হঠাৎ মনে হল যে হঠাৎ করেই আমি আইপিএলে খেলতে পারছি না, দিল্লি ক্রিকেটেও না। অনেক বড় ধাক্কা ছিল এটা। মনে হচ্ছিল, আমার কাপড় কেউ ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ছিল, সেখান থেকে হঠাৎ খালি হয়ে গেল। ৩-৪ দিন পর ঘুম থেকে উঠে অনুশীলনে যাই আমি।''

ভয়ে কেঁদেছিলেন রোহিতের স্ত্রী

ওয়ানডে ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করা একমাত্র ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা। ১৫৮ বলে ২০৯ রান, ১৭৩ বলে ২৬৪ আর ১৫৩ বলে অপরাজিত ২০৮। কোন ডাবল সেঞ্চুরিটিকে এগিয়ে রাখবেন রোহিত? তিনটির মধ্যে একটিকে সেরা বলা ভারতীয় ওপেনারের জন্য নিঃসন্দেহে কঠিন এক কাজ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঋতিকার জন্য নিশ্চয়ই এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।রোহিত ২০১৭ সালে মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে যেদিন তাঁর তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন সেদিন ছিল তাঁর বিয়ে বার্ষিকী। ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন রোহিতের স্ত্রী ঋতিকা। ভারতীয় ওপেনার ২০০ রানে পৌঁছানোর পর ক্যামেরা ঘুরে যায় গ্যালারিতে, ঋতিকার দিকে। ক্যামেরায় ধরা পড়ে ঋতিকা কাঁদছেন, নিঃসন্দেহে আনন্দাশ্রু। বিয়ে বার্ষিকীর দিন মাঠে থাকা স্বামীর কাছ থেকে এর চেয়ে বড় উপহার আর কী পেতে পারতেন ঋতিকা !বিয়ে বার্ষিকীর দিন স্বামীর কাছ থেকে একটি ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন। যে ডাবল সেঞ্চুরি আবার তাঁর স্বামীকে বিশ্বের বাকি সব ক্রিকেটারদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। রোহিতের এই সেঞ্চুরিটিকেই তো সেরা বলবেন ঋতিকা। কিন্তু ওভাবে কেঁদেছিলেন কেন? ঋতিকার কান্নার সেই ছবিটি তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংক্রমণ হয়ে যায়। সবাই ভেবেছিল বিয়ে বার্ষিকীর দিন রোহিতের কাছ থেকে এমন মধুর উপহার পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ঋতিকা।আসল কারণটি জানা গেল এতদিন পর। দুই সতীর্থ শিখর ধাওয়ান ও মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে এক ভিডিও আড্ডায় যেটি জানিয়েছেন রোহিত নিজেই, ''আপনারা দেখেছেন আমার স্ত্রী আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দিনটি ছিল বিশেষ। আমাদের বিয়ে বার্ষিকী। মাঠে থেকে আমার পক্ষে সবচেয়ে সেরা উপহারটাই হয়তো

ত্রিপুরা রাজ্যের বনভিত্তিক উন্নয়নে আপনার অংশীদার হওয়ার সুযোগ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের অনু প্রেরণায়
ও মাননীয় বনমন্ত্রী শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়ের উদ্যোগে
ত্রিপুরা বনদপ্তর কয়েকটি অভিনব প্রকল্প হাতে নিয়েছে -

ত্রিপুরা রাজপথ সৌন্দর্যায়ন ও বৃক্ষায়ন প্রকল্প- আপনার যাত্রা হোক সফল। ভ্রমণ হোক মনোরম, আনন্দদায়ক। রাজপথের পরিবেশ হোক নয়নাভিরাম, নির্মল, ছায়া সুনিবিড়। পরিবেশ রক্ষায় আপনার যোগদান হোক স্মরণীয়। ঘুচে যাক পথচারীর ক্লান্তি। আর আপনার উপার্জনের রাস্তা হোক প্রশস্ত। এই বহুবিধ উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা সরকার এক নূতন প্রকল্প প্রবর্তন করেছেন। এই প্রকল্পে বৃক্ষরোপনে প্রাথমিকতা দেওয়া হচ্ছে জাতীয় সড়কে । শোভাবর্ধনকারী ফুল, ফল ভেষজ গুণসম্পন্ন ও ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপন করা হচ্ছে রাজপথের দুধারে। সড়কের বিভিন্ন অংশের বৃক্ষ রোপণ ও তার রক্ষনা বেক্ষনের দ্বায়িত্ব থাকছে রাজপথের পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাসকারী পরিবার গুলির । এতে স্থানীয় মানুষের রোজগার এবং রাজপথের ধারে বসবাসকারী পরিবার গুলির বাড়তিআয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। ত্রিপুরা বনদপ্তর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এ কাজ রুপায়িত করছে ।

পূর্বজনের স্মৃতিতে স্মৃতিবনে গাছ – পূর্বজনের স্মৃতিটুকু ধরে রাখতে, প্রিয় মানুষ টার প্রতিশ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক হিসেবে তাঁদের নামে বৃক্ষ রোপণ করে তাঁর স্মৃতি চিরস্মরনীয় করে রাখতে ত্রিপুরা বনদপ্তর আপনার পাশে। দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে স্মৃতি বন গড়ে তোলতে উদ্যোগ গ্রহন করেছে। বন দপ্তরের যেকোন স্মৃতি বনে নিজের প্রিয়জনের নামে গাছ লাগাতে নিজে গিয়ে বিনামুল্যে গাছ লাগাতে পারবেন। অথবা, দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দপ্তর আপনার পক্ষে আপনার পছন্দমত গাছ লাগিয়ে ছবি তুলে তা আপনাকে whatsapp করে দিচ্ছে।

এক টাকায় একটি গাছ – বন ভুমির বাইরে বৃক্ষের আবরণ বাড়াতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপনের উৎসাহ বৃদ্ধিরলক্ষ্যে বনদপ্তর বিভিন্ন নার্সারি থেকে নামমাত্র মূল্যে গাছের চারা সরবরাহ করবে। যে কোন ব্যক্তি মাত্র ১ টাকা দিয়ে নিজের পছন্দ মত গাছের চারা নিয়ে যেতে পারবেন। তাছাড়াও যে কোন সরকারি দপ্তর বিনামুল্যে গাছের চারা নিয়ে সরকারি জমিতে তা রোপন করে স্থানীয় পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর করে তোলতে পারেন।

ঘরেঘরেআগর-আগর বৃক্ষ আমাদের সম্পদ, যা আন্তর্জাতিক বাজারে খুবই উচ্চ মুল্য সম্পন্ন। দপ্তর রাজ্যে আগর চাষের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি, সুচারু ব্যবহার, ও সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত আগর বাগান রেজিস্ট্রেশান, বৃক্ষ কর্তনের অনুমতি প্রদান, আগরের সুগন্ধি তৈল নিষ্কাশনের উদ্যম স্থাপনা ও তার রপ্তানি সুগম করার লক্ষ্যে এক নীতি নির্দেশিকা জারী করেছেন। ইচ্ছুক ব্যক্তি নিকটবর্তী DFO অথবা SDFO অফিসে যোগাযোগ করুন।

ICA/D-1238/21

বনদপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

PNIT NO: ePT35/EE/RD/KCP/DIV/2020-21
DATED- 08/01/2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 25.01.2021 for 03 (Three) No. Construction projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2020-21. For details visit https://tripuratenders.qov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the webesite only.

ICA/C-2739/21

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

PNle-T No. 27/EE/DWS/KDj2020-21 Dt. 07/01/2021

DNIe-T No_185/SE/DWS/C/KGT/2020-21 DNIe-T No_186/SE/DWS/C/KGT/2020-21 DN Ie-T No_187/SE/DWS/C/KGT/2020-21 DNIe-T No_188/SE/DWS/C/KGT/2020-21
Perlod of downloading of biding documents at :- 12/01/2021 to 04/02/2021 Deadline for online Bidding :- 04/02/2021 up to 15.00 Hours Date & Time of opening Bid :- 05/02/2021 up to 16.00 Hours Place of opening of Bid(s) :- 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned. For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-2733/21

Executive Engineer
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 32/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21 Date: 06/01/2021

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25/01/2021 for the work of DNIeT No: 49:ZE/MNP/PWD(R&B)/2020-21, Estimated Cost: Rs.24,24,3151-
For details visit website https://tripuratenders.qovin. For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivision@gmail.com

ICA/C-2726/21

Executive-Engineer
Mohanpur Division,
PWD(R&B), Mohanpur,
West Tripura

জাগরণ 10 January, 2021, Sunday আগরতলা ১০ জানুয়ারি, ২০২১ ইং, ■ ২৫ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম ফ্যাস্টিবল

ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি বন্ধ করে দিল টুইটার, ক্ষুব্ধ বিদায়ী প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি বন্ধ করে দিল টুইটার কর্তৃপক্ষ। ট্রাম্পের টুইট পরবর্তীকালে হিংসায় প্ররোচনা দিতে পারে, সেই ঝুঁকির কারণেই ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে টুইটার কর্তৃপক্ষ। ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট ছাড়াও, টিম ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করেছে টুইটার। বিবৃতি দিয়ে টুইটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক টুইটগুলি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করার পর মনে হয়েছে সেগুলো হিংসার জন্ম দিতে পারে। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়ার পর, অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করেন ট্রাম্প। কিন্তু, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত টুইট সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরও থেমে থাকেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। টুইট করা হয় টিম ট্রাম্পের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে। টুইটারে লেখা হয়, "...আমরা চুপ করে থাকব না! টুইটার মোটেও বাক স্বাধীনতা নয়...।" এরপর টিম ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্টও সাসপেন্ড করে দেয় টুইটার কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে ট্রাম্প-সমর্থকদের হামলার পর থেকেই রীতিমতো চাপের মধ্যে ছিল টুইটার। টুইটারকে ব্যবহার করে নানা উস্কানিমূলক পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছিল আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। বুধবারই ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল টুইটার। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ভবিষ্যতে কোনও উস্কানিমূলক পোস্ট করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবারই ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় টুইটার। কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

করোনা-টেস্টের মাইলফলকে ভারত, সক্রিয় রোগী কমে ২.১৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস টেস্টিংয়ের মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৮-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১৯০ জন করোনা-রোগী (২.১৫ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮-কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ জানুয়ারি (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ৯.১৬ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৯,২৫৩ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৪১ শতাংশ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৫০,৭৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২২৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০০, ৫৬,৬৫১ জন।

২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১৮,২২২ জন, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,৫০,৭৯৮

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও মৃত্যু কমেই চলেছে। সংক্রমণ কমার পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৯ হাজারের বেশি করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১, ০০,৫৬,৬৫১ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮,২২২ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১, ০৪,৩১,৬৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৯,২৫৩ জন। ২২৮ বেড়ে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫০,৭৯৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৯, ২৫৩ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০০,৫৬,৬৫১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ছয়ের পাতায় দেখুন

মদের বোতল ছুঁড়ে ছাত্রকে আহত করার ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বিশালগড় এ পিকনিকের গাড়ি থেকে ছোড়া কাচের বোতল এর আঘাতে আহত ছাত্র বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত ছাত্রটির নাম সবুজ মল্লিক। তার বাবার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক।শুক্রবার পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র স্কুল থেকে বের হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলে পিকনিকের একটি গাড়ি থেকে কাচের বোতল ছুড়ে মারা হয় তার উপর।কাচের বোতলটি ওই শিশু ছাত্রটির মাথায় লাগলে তার মাথা ফেটে হয়ে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এদিকে ঘটনার পর পিকনিকের বাস গাড়িটি সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়।স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান।সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে শিশু ছাত্রটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে।এদিকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে সনাক্তঃ করা গেছে বলে জানা গেছে। বিশ্রামগঞ্জ থানার সিসি ক্যামেরার পিকনিকের উদ্দেশ্যে যাওয়া গাড়িটির ফুটেজ ধরা পড়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ বিষয়টি ছাত্রটির অভিভাবককে জানায়।

ছাত্রটির বাবা গোরঙ্গ রুদ্রপাল বিছানায় গিয়ে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ছবিটি মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করে নিয়ে আসেন।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রটিকে ওই গাড়ির ছবি দেখানো হলে ছাত্রটি জানায় এই গাড়ি থেকেই তার মাথায় কাচের বোতল হয়েছিল। সে অনুযায়ী পুলিশ গাড়িটিকে আটক করার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

গন্ডাছড়ায় গো-মাতা হত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৯ জানুয়ারি।। জনবহুল এলাকায় দিবালোকে গো-মাতা হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে শনিবার গন্ডাছড়া মহকুমা নারায়নপুর এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় এসডিএম অফিস সংলগ্ন এক বাড়িতে দুলাল মিয়া এই গো-মাতাটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরন মঞ্চের সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। হিন্দু জাগরন মঞ্চের গন্ডাছড়া মহকুমা সভাপতি লক্ষন পাল জানান এই ধরনের বে-আইনি হত্যাকান্ড তারা কোন ভাবেই মানতে পারছে না। অদূর ভবিষ্যতে আর যাতে কোন অবস্থাতেই এই এলাকায় গো-মাতা হত্যা সংগঠিত না হয় তারও হুশিয়ারি দেন। এদিকে এই দিনেই হিন্দু জাগরন মঞ্চের সদস্যরা মৃত গো-মাতাটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহাশ্মশানে ঘাটে এনে সমাধি করেন।

গন্ডাছড়া কলেজে এনএসএসের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৯ জানুয়ারি।। গন্ডাছড়া সরকারী মহা বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে শনিবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। এই দিন গন্ডাছড়া মহকুমার পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজের উত্তর বুলুংবাসা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র এবং তার আশপাশ এলাকায় কলেজের ষ্ণুচ্ছ স্বেচ্ছা সেবকরা সাফাই অভিযান করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ষ্ণুচ্ছ প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চৌধুরী, কলেজের ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক রতন সরকার প্রমুখ। প্রোগ্রাম অফিসার জানান গত পাচঁ জানুয়ারী থেকে সাত দিন ব্যাপী ষ্ণুচ্ছ স্পেশাল ক্যাম্প শুরু হয়েছে। স্পেশাল ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের সামাজিক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরেই অঙ্গ হিসাবে এই দিন উত্তর বুলুংবাসা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে সাফাই অভিযান করা হয়। গন্ডাছড়া সরকারী মহা বিদ্যালয়ের ষ্ণুচ্ছ ইউনিটের এই ধরনের উদ্যোগ এলাকা জোরে বেশ সাড়া পড়ে।

প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মাধব সিং সোলাঙ্কি, শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ ও নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিং সোলাঙ্কি। গুজরাটের চার-বারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মাধব সিং সোলাঙ্কি। শনিবার সকালে গুজরাটের গান্ধীনগরে শেষ ছয়ের পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় জঙ্গী সহযোগি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৯ জানুয়ারি।। গন্ডাছড়া থানার পুলিশের হাতে ধৃত এক জঙ্গী সহযোগী। তার নাম নরেশ ত্রিপুরা। বাড়ি গন্ডাছড়া থানাধীন নবদা পাড়া। সূত্র মারপদ জানাগেছে সম্প্রতি গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বিক্রম সাহার কাছে জঙ্গী দলের সদস্যরা ফোন করে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দাবি করে। টাকা মিটিয়ে না দিলে পরিনাম ভাল হবে না বলেও জঙ্গী দলের সদস্যরা হুমকী দেয়। ব্যবসায়ী বিক্রম সাহা এই বিষয়ে গন্ডাছড়া থানায় অভিযোগ না জানালেও পুলিশ স্ব-ইচ্ছাই একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং মোবাইলের সূত্র ধরে শনিবার গন্ডাছড়া থানার পুলিশ জঙ্গী সহযোগী এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য এর আগেও গত পাচঁ জানুয়ারী রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ আর এক জঙ্গী সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার নাম হিরনময় ত্রিপুরা। বাড়ি রইস্যাবাড়ি মান্য কুমার পাড়া। উক্ত জঙ্গী সহযোগী রইস্যাবাড়ি আর ডি ব্লকের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রাংচাক ত্রিপুরার কাছে ফোন করে মোটা টাকা দাবি করে এবং সময় মত টাকা না দিলে তার পরিনাম খারাপ হবে বলে হুমকি দিয়েছিল। এরপর রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ মোবাইল ট্রেক করে উক্ত জঙ্গী সহযোগী যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের এই সাফল্যে কিছুটা হলেও মহকুমাবাসীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

সাংবাদিক সহ সকল সংবাদকর্মীদের ভ্যাকসিন প্রদানের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের সব সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীদের প্রথম পর্যায়ে করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের দাবি জানাচ্ছে আগরতলা প্রেসক্লাব। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে এক চিঠি দিয়ে এই দাবী জানানো হয়েছে। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছে সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীরা। ইতিমধ্যে করোনায় সংক্রমিত হয়ে একজন সাংবাদিকের মৃত্যুও হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক। করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে প্রেস ক্লাবের সম্পাদক কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে। প্রথম পর্যায়ের ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য দাবী জানানো হচ্ছে।

উত্তর জেলায় আরও একটি পাথর ভাঙার কারখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে সরকার বদলের পর কর্মসংস্থান হচ্ছে।বেকার যুবকরা কাজ পাচ্ছে।শুধু সরকারি চাকরি দিয়েই কর্মসংস্থান করা যায় না।তাই রাজ্যে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার সর্বত্রই কাজ করছে।রাজ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেসার মেশিন উদ্বোধনে এসে উত্তর জেলার সভাধিপতি ভবতোষ দাস এই কথাগুলো বললেন। ইদানিং উত্তর জেলাতে প্রায় শতাধিক ছোট বড় পাথর ভাঙ্গার ক্রেসার মেশিন বসেছে।আর তাতে শত শত বেকারের কর্মসংস্থান হচ্ছে।আজও উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমাধীন নোওয়াগাঙ্গ এলাকায় রাজ্যের সবচেয়ে বড় পাথর ভাঙ্গার ক্রেসার মেশিনের উদ্বোধন করলেন জেলা সভাধিপতি। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের অন্যতম প্রত্নস্থল পিলাক পর্যটনের একটা অন্যতম কেন্দ্র : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের অন্যতম প্রত্নস্থল পিলাক পর্যটনের একটা অন্যতম কেন্দ্র। পিলাক শুধু পর্যটন কেন্দ্রই নয় একটা সভ্যতারও নিদর্শন। প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ রয়েছে এখানে। পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসন ও জোলাইবাড়ি ব্লকের সহযোগিতায় আজ থেকে দু'দিনব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হয়েছে।

জোলাইবাড়ির পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী আরও বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এজন্য রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পিলাক পর্যটন কেন্দ্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকার ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশে রাজ্যের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা ছোট-রাজ্য হলেও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সবুজ অরণ্য খুবই আকর্ষণীয়। পিলাকের পাশাপাশি ঊনকোটি, ছবিমুড়া, নীরমহল সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিকেও আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক অরুণ ভৌমিক, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান, জোলাইবাড়ি বিএসি-র চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, বকাফা বিএসি-র চেয়ারম্যান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নম:। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা।

বার্ড ফ্লু আতঙ্ক এবার দিল্লিতে, ময়ূর বিহারের পার্কে ২০০টি কাকের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): বার্ড ফ্লু আতঙ্ক এবার রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লির ময়ূর বিহারের সেন্ট্রাল পার্কে বিগত কয়েকদিনে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২০০টি কাকের। ইতিমধ্যেই মৃত কাকগুলির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল পার্ক। সেন্ট্রাল পার্কের কেয়ার টেকার টিঙ্কু চৌধুরী শনিবার জানিয়েছেন, "বিগত কয়েকদিনে প্রায় ২০০টি কাকের মৃত্যু হয়েছে। পার্ক স্যানিটাইজড করা হয়েছে। পাঁচটি কাকের নমুনা সংগ্রহ করে জলন্ধরে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

দিল্লির ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লির ময়ূর বিহারের একটি পার্কে, দিল্লির সরকারের টিম ১৭টি মৃত কাক পেয়েছে। চারটি কাকের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ডিডিএ পার্ক এবং দ্বারকায় মিলেছে দু"টি কাক, একটি কাকের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিম জেলার হাসতাল গ্রামের একটি পার্কে ১৬টি কাকের মৃত্যু হয়েছে। ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে আরও জানানো হয়েছে, সংগৃহীত স্যাম্পেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই কেরল, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে বার্ড বার্ড ফ্লুর ভাইরাস মিলেছে, এবার দিল্লিতেও ছড়ালো বার্ড ফ্লু আতঙ্ক!

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।